মারবার-প্রসূন

(ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক নাটক)

—+—

স্নেহময়ী, উন্মাদিনী, স্বদেশ ও সরমা, [illegible]
প্রেমাশ্রু, শোকাঞ্জলি, পরিচয় ও পুষ্পাঞ্জলি,
পুংসবন, সমন্বয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রভৃতি
গ্রন্থ রচয়িতা, ও [illegible]
আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বি. এ., এল. এম. এস.
প্রণীত

কলিকাতা।
২৮, নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট সুহৃদ্ প্রেস হইতে
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা
মুদ্রিত।

 [মূল্য এক টাকা মাত্র।

+ +

+ +

আমার দারুণ অসুস্থতার মধ্যে

যাহার যত্নে, পরিশ্রমে, সাহায্যে

এবং

বিষয় সমাবেশনের গুণে

ইহা মুদ্রাঙ্কিত,

সেই

কানুপ্রিয়ের

নামে

পিতার স্নেহাশীর্ব্বাদ স্বরূপ

এই পুস্তক

প্রদত্ত হইল।

× ×

×

ভূমিকা

বৈষ্ণবের কাছে এই জগৎ, কাপট্য নহে—কল্পনা নহে, প্রভুর বিলাস-গৃহ—জীবের সহিত ভগবানের মিলন মন্দির। ত্রিপাদ ও একপাদে স্বতঃ অবিচ্ছিন্নতা থাকিলেও মানব কুসুম যখন এখানে পূর্ণ বিকশিত হয়, তখন সে শুনে মকরন্দ তৃষাতুর অলির মত দূরে—সুদূরে কে যেন কর্ণরসায়ন গুঞ্জন করিতে করিতে ঊর্দ্ধ হইতে নামিয়া আসিতেছে। জড়বাদের বিকাশে ছোট বড় হয় মাত্র, পুষ্পদল কেশরের স্থান অধিকার করে, গুটি পোকা সুখানুভূতিবিহীন হইয়া প্রজাপতিতে পরিণত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল মন্ত্রও এই পরিণামবাদ, কিন্তু এ পরিণামে আর সে পরিণামে, এ বিকাশে আর সে বিকাশে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। পাশ্চাত্য পরিণামবাদের জন্ম—অজ্ঞানে অদ্বৈতবাদে সান্তে অনাস্বাদে ব্যষ্টিবুদ্ধিতে; আর শ্রীচৈতন্যের প্রতিষ্ঠিত পরিণামবাদ অনন্তে আস্বাদনে সমষ্টি বুদ্ধিতে চৈতন্যে চৈতন্যে, বিরহে মিলনে,

দ্বৈতাদ্বৈতে—একদিকে একপাদ অন্যদিকে ত্রিপাদ, একদিকে একটী ফুটন্ত মানব প্রসূন জগৎ রূপ কল্পবৃক্ষের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহার প্রতি পল্লব, প্রতি শাখা, প্রতি কন্দ, প্রতি অণুকে এই একের বিকাশের সহায়তায় নিয়োজিত করে এই একককে অনন্ত সৌন্দর্য্যে সাজাইবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলে। সখির ভাবে নবোঢ়ার বাসর সজ্জা প্রস্তুত করিয়া সঙ্গিনিগণ সাজসজ্জা করিয়া প্রণয়ীর আগমন প্রতীক্ষায় পথ পানে যেমন চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া থাকে, সেইরূপ এই বিশাল বিশ্ব আপনার মধ্যকেন্দ্রে একটী জীবন্ত কুসুমকে সংপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে সাজাইবার জন্য আপনার প্রতি অঙ্গ ফুটাইতে থাকে আর চাহিয়া দেখে মকরন্দ তৃষাতুর মত্ত ভৃঙ্গের মত, গুঞ্জন করিতে করিতে ঊর্দ্ধে ত্রিপাদ হইতে কেহ তাঁহার এই কেন্দ্রস্থিত পুষ্পে নামিয়া আসিতেছে কি না।

যে দিকে নিরীক্ষণ করি সেই দিকেই বিকাশ সেই দিকে সৌন্দর্য্য——অনন্ত – অপার — অসীম – রূপসাগরে রূপের ঢেউ এ জগতের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এ বিক্ষেপ আপনার জন্য নহে, ইহার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যকে বুকে করিয়া সুন্দরের সঙ্গসুখ উপভোগ করা। রূপ তৃষ্ণা ইহার প্রতি অণু প্রতি মর্ম্মে বিঁধিয়া আছে এই রূপ তৃষ্ণা বুকে করিয়া তাই এ জগতে প্রত্যেক নর নারী সুশীতল সরোবরের অন্বেষণে ছুটিয়া যায়, দুর্দ্দৈব কেহ

মরীচিকায় মৃগতৃষ্ণিকায় পড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাহাকার করিতে করিতে আপনার অমূল্য জীবন অপব্যয়িত করে। আর কেহ কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা স্বরূপ এক অনন্ত সুশীতল উৎসের অনুসন্ধান পায় যেখানে অনন্ত তৃপ্তি অপার আনন্দ পুঞ্জে পুঞ্জে সঞ্চিত—একপাদের সহিত ত্রিপাদের মিলন তখন তাহার নয়ন গোচর হয়,—তখন সে যে দিকে চাহে সেই দিকে দেখে—

'মধু মধু সব মধু সব মধুভরা'

আর দেখে সেই মধুর অনন্ত উৎসে, এক মানবপ্রসূন আপনার মধুভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া এক চঞ্চল ভৃঙ্গকে তাহার সহিত নিত্যযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম—ইহাই শ্রীচৈতন্যের প্রতিষ্ঠিত পরিণামবাদের পূর্ণবিকাশ। জগৎ কল্পতরুর পূর্ণ পরিণতি—একটি জীবন্ত শতদল!

এই পুস্তকের যিনি নায়িকা তিনি এই মানবপ্রসূন, আর তাঁহার সৌন্দর্য্য বুকে করিয়া যে দুইটি পিপাসার্ত্ত জীব বারির অন্বেষণে ছুটিয়াছিল তাহাদের উত্থান ও পতন তাহাদের আশা ও আকাঙ্খা গ্রন্থকার হরমোহন ও কুন্ত চরিত্রে চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহার বিচারের ভার পাঠকের উপর।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৩ — গ্রন্থকার।

ভাজনঘাট নদীয়া।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

কুম্ভ...চিতোরের রাণা

রতিয়া...মীরার পিতা

মন্দার কুমার...মন্দার রাজপুত্র

ঝালবার রাজ...ঝালবার অধিপ

আকবর...দিল্লীর বাদসাহ

তানসেন...আকবরের গায়ক

হরমোহন...বঙ্গীয় যুবক

হরিপ্রসাদ...হরমোহনের বন্ধু

রামতনু...দরিদ্র ঐ

রামকান্ত...বয়াটে ব্রাহ্মণ সন্তান

রূপ...বৈষ্ণব সাধু

হরিদাস ঠাকুর...বঙ্গীয় বৈষ্ণব

গোপবালক, গোপবালকগণ,

হরিপুরবাসী মীরার শিষ্যগণ

দর্শকগণ, প্রজাগণ, বৈষ্ণবগণ, পুরোহিত,

প্রহরী কোটাল, জহুরী, ব্রাহ্মণ দূত ইত্যাদি

রমণী

সুশোভনা...মীরার মাতা

চন্দ্রাবাই...ঝালবার রাজকন্যা

যমুনা, নর্মদা...চন্দ্রার সখীদ্বয়

মীরার বাল্যসহচরীগণ,

ঝালবার রাজ নর্তকীগণ,

হরিপুর বাসিনী মীরার শিষ্যাগণ

জনৈক [illegible] রমণী

মারবার প্রসূন

বা

মীরাবাই

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

রতিয়া সামন্তের প্রাসাদ।

তাহারই পার্শ্বে ইষ্টকের খেলাঘর নির্ম্মাণ করিবার জন্ত
চারিজন বালিকার ইষ্টক হস্তে প্রবেশ ও সংস্থাপন
বয়োজ্যেষ্ঠা মীরা পশ্চাতে

১ম বালিকা। আয় মীরা খেলি মোরা
বাঁধি খেলা ঘর,

২য় বালিকা—ফুল ফল লতা পাতা
ইষ্টক প্রস্তর,

৩য় বালিকা—কুড়াইয়া আনি এই
প্রাসাদের পাশে,

৪র্থ বালিকা—বাঁধি ঘর খেলি আয়
মনের উল্লাসে।

মীরা—

ধূলায় পাতাব ঘর
তার মাঝে আগে ভাই
হরির প্রতিমা যদি
স্থাপন করিতে পাই,
তাহ'লে আনিব বহি—
ইষ্টক প্রস্তর,
ফল ফুল, লতা পাতা,
যত দিবে, মাথার উপর।

(সানন্দে নাচিতে নাচিতে)

১ম বালিকা। তাই হবে আনি তবে
লতা পাতা ফল

২য় বালিকা। আনি ইট ধূলা মাটী
আনি আগে জল,

৩য় বালিকা। তার পর গড়ি হরি
কাদা মাটী দিয়া

৪র্থ বালিকা। স্থাপন করিস্ মীরা
যাহা চাহে হিয়া ॥

মীরা।

আগে হরি পরে বাড়ী—
তবে ধূলা ঘাঁটি;
আগে বাড়ী পরে হরি —
তাতে নাহি খাটি।

(গম্ভীরভাবে)

১ম বালিকা। মাটী নেই জল নেই
২য় বালিকা। হরি গড়ি কিসে ?
৩য় বালিকা। মাটী আন, জল আন,
৪র্থ বালিকা। হরি গড় শেষে।

মীরা।

মাটী জলে হরি নয়,
হরি মাটী জল ;
হরির বিকার ভাই
এই ভূমিতল।
হরি, পিতা, হরি, মাতা,
হরি বন্ধু, হরি ভ্রাতা,
হরি উচ্চ প্রেমের শিখর ;
হরি হ'তে সব উঠে,
হরি পানে সব ছুটে,
হরি হরি গাহে জীব জড় !
নাম নামী ভেদ নাই—
যে হরি সে নাম ;

নাম কর আসিবেন—

নব ঘন শ্যাম

(মীরার হস্ত ধারণ করিয়া মুখ পানে চাহিয়া)

১ম বালিকা। কোথায় শিখিলি ভাই

২য় বালিকা। মধুর এ হরি কথা।

৩য় বালিকা। বল মীরা উচ্চৈঃস্বরে

(নেপথ্যে) ও রে অমনি ক'রে অমনি ক'রে

৪র্থ বালিকা। হরি পিতা, হরি মাতা।

মীরা।

হরি পিতা, হরি মাতা

হরি বন্ধু, হরি ত্রাতা,

হরি উচ্চ প্রেমের শিখর;

হরি হ'তে সব উঠে

হরি পানে সব ছুটে

হরি হরি গাহে জীব জড়।

বালিকাগণ—

একত্রে। হরি পিতা, হরি মাতা,

হরি বন্ধু, হরি ত্রাতা

হরি উচ্চ প্রেমের শিখর;
হরি হ'তে সব উঠে
হরি পানে সব ছুটে
হরি হরি গাহে জীব জড়।

সহসা উভয়দিক দিয়া চারিজন গোপবালকের
প্রবেশ ও প্রত্যেকে প্রত্যেকের হস্ত ধরিয়া
একত্রে।

১ম বালক ও বালিকা।
নাম নামী ভেদ নাই
২য় ঐ যে হরি সে নাম
৩য় ঐ নাম কর আসিবেন
৪র্থ ঐ নব ঘনশ্যাম।

(কথা শেষ হইবামাত্র অন্য একজন বয়ঃকনিষ্ঠ
গোপবালক প্রবেশ করিয়া মীরার হস্ত ধরিয়া)—

বালক। তারপর খেলাঘর
মীরা। হরি সঙ্গে হবে ভাল
বালক। হৃদয়ের অন্ধকার
মীরা। হরি এলে হবে আলো।

(বালকবালিকারা হাতধরাধরি করিয়া নাচিতে নাচিতে)

১ম বালক ও বালিকা
নাম ভজ নাম চিন্ত
২য় ঐ নাম কর সার
৩য় ঐ অনন্ত কৃষ্ণের নাম
৪র্থ ঐ মহিমা অপার।

(মীরা ও ৫ম গোপবালক পরস্পরের মুখে চাহিয়া-)

মীরা। যেই নাম সেই কৃষ্ণ
ভজ নিষ্ঠা করি—
বালক। নামের সহিত দেখ
আপনি শ্রীহরি।

(বালক বালিকা সকলে একত্রে)—

মাটি জলে হরি নয়,
হরি মাটী জল—
হরির বিকার ভাই
এই ভূমিতল।

হরি পিতা হরি মাতা
হরি বন্ধু হরি ত্রাতা
হরি উচ্চ প্রেমের শিখর ;
হরি হ'তে সব উঠে
হরি পানে সব ছুটে
হরি হরি গাহে জীব জড় ।
ইত্যাদি

(বলিতে বলিতে সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

রাঞ্ছোড়দেবের মন্দির
রতিয়া সামন্ত ও তাঁহার স্ত্রী সুশোভনা ।

(জোড়হস্তে রাঞ্ছোড়দেবের প্রতি চাহিয়া ।)

রতিয়া । না চাহিতে দিয়াছ সকলি,
আর কিছু নাহি চাই !
কি অভাব রাখিয়াছ মোর ?
প্রভো ! প্রভো ! দয়াময় !

সংসারের সুখ, ধন রত্ন,
দাস দাসী, প্রাসাদ কানন
পতিব্রতা পত্নী সুশোভনা,
সকলিত দেছ দীননাথ !
ছিল না যা নয়নের মণি—
সন্তানের সাধ,
দয়া করি তাও দেব
করেছ পূরণ !
ননীর পুতলী মা আমার
বিজলীর মত
হাসে খেলে, কলকণ্ঠে
গৃহ মোর করি নিনাদিত,
হৃদয়ে আনন্দধারা
ঢালে প্রতিক্ষণ।
সব আছে, নাহি কিছু
চাহিবার আর !
যতদিন মিশিয়া না যায় দেহ,
মৃত্তিকার সাথ,

এই ক'র এই ক'র নাথ !
পুণ্যতোয়া ভাগীরথী প্রায়,
দর্শকের চক্ষে,
মোর মীরা ধন,
করে যেন বিতরণ
হরি প্রেমে সুরসিত
স্নিগ্ধ সুষমায় ।
কোমল সে বালিকার প্রাণে,
প্রভো হে ! নাথ হে !
দাসের এ এক অনুরোধ—
করি তুমি সুখে অধিষ্ঠান
নয়নেতে এন তার
প্রেম অশ্রুধারা,
বদনেতে এন হরিনাম ;—
সৌন্দর্য্য অমিয় ছুয়ে
পূর্ণ করি বুক,
কাছে কাছে থেক তুমি
ওহে প্রাণারাম !

সৌন্দর্য্য পিয়াসে, যদি কেহ
চাহে মুখে তার,
রক্ত মাংস স্তব্ধ হয়ে যাবে—
নেত্র হ'তে বহে যেন
প্রেম-অশ্রুধার !
ফুটন্ত কুসুম মীরা—
সার্থক জীবন,
সার্থক জনম,—
সর্ব্বসিদ্ধ হবে তার
তোমার চরণ প্রান্তে, কণ্যা মোর
ভাগ্যক্রমে,
লভে যদি উপহার !

(সহসা মীরার ব্যস্তভাবে প্রবেশ ।)

মীরা । মা ! মা ! অদ্ভূত প্রকাশ !
গোপবেশ বেণুকর
মনোহর নটবর
শ্যামরূপ মৃদু হাস !

সুশোভনা।

(কণ্যার মুখচুম্বন করিয়া ইতস্ততঃ চাহিতেচাহিতে হাসিয়া)

(স্বগত) পাগলিনী! যাহা দেখে,

দেখে কৃষ্ণময়।

(রাঞ্ছোড়দেবকে প্রণাম করিয়া মীরার হস্তধারণ পূর্ব্বক)

প্রকাশ্যে। কর মা প্রণাম,

গললগ্নীকৃতবাসে

উপাস্য দেবতা ওই

দয়াল রাঞ্ছোড়দেবে।

যাঁহার প্রসাদে

মরুভূমি হয়েছে সরস.

নারীজন্ম হয়েছে সার্থক,

মা বলিয়া মীরা তুই

ডেকেছিস্ মোরে।

এক চন্দ্র ছিলনা আকাশে,

তাই পুরী ছিল অন্ধকার, —

পূর্ণচন্দ্র তুই মা আমার!

(সহসা মীরার দেহে জ্যোতি বিকীরণ, আশ্চর্য্য হইয়া)

অদ্ভুত এ স্নিগ্ধ জ্যোতি
কোথা হ'তে আসে ?
এ জ্যোতি কি মায়ের আমার ?
না ! না ! বুঝিয়াছি, মূঢ় আমি
বুঝি নাই যাহা এতদিন !
মীরা মীরা যষ্ঠির বাছনি !
স্নিগ্ধজ্যোতি যা তোর শরীরে
জানিস্ মা সব জ্যোতি
উঁহারই প্রকাশ।

রতিয়া। রক্তমাংস অনিত্য অসার,
নরকের দ্বার,
আলিয়া আকার
ভুলাইয়া লয়ে যায়
মোহ অন্ধকারে,
কামনার কশাঘাতে
কর্ত্তব্য ভুলিয়া নর
পুনঃ পুনঃ গতাগতি

করিছে সংসারে।

সুশোভনা। পতির চরণপ্রান্তে
রক্তমাংস দিয়া উপহার
সৌন্দর্য্যের মধ্যকেন্দ্রে,
রেখ বাছা এ সৌন্দর্য্য যাঁর।

মীরা

(যুক্তকরে)—

গীত

দয়াল রাঞ্ছোড়দেব কর কর অভীষ্ট পূরণ!
করি নমস্কার
পূর্ণ কর মার,
জনকের নিবেদন।
পিতৃ আশীর্ব্বাদে
বুকে বাঁধি বল,
মার মুখ চেয়ে
যেন অবিরল,
মা হইয়া সবে
করি নিরীক্ষণ,

দয়াল রাঞ্ছোড়দেব কর কর অভীষ্ট পূরণ !
যদি কেহ আসে
দেখিবার আশে,
রাজা, প্রজা ধনী, দুঃখী,
প্রেমোন্মত্ত মোরে
তোমারই ও ক্রোড়ে,
দেখে যেন হয় প্রেমে নিমগন,
দয়াল রাঞ্ছোড়দেব কর কর অভীষ্ট পূরণ !

(মন্দিরের ভিতর হইতে গোপবালকের
বাহিরে আগমন ও বংশীবাদন)

মীরা। (আশ্চর্য্য ভাবে)

দেখ মা দেখ মা চেয়ে
শ্যামল সুন্দর !
ওই সেই গোপবেশ,
নটবর বেণুকর !
ওই সেই ! ওই সেই !

রতিয়া। অদ্ভুত প্রকাশ !

গোপবেশ বেণুকর,
মনোহর নটবর,
শ্যামবপু মৃদু হাস !
প্রভো ! প্রভো !

সুশোভনা। এত দিনে প্রভো !
পূর্ণ হ'ল অভিলাষ।

[ভজন সঙ্গীত]

মীরা। " নবীন মেঘ শোভনং
নবাঙ্গনালি মধ্যকং
নিকুঞ্জ রত্ন মন্দিরং
একত্রে। নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।

মীরা। মৃগেন্দ্র মধ্য মধ্যকং
মুখেন্দু হাস্য রঞ্জিতং
মুনীন্দ্রবৃন্দ বন্দিতং
একত্রে। নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।

মীরা। প্রসন্ন বক্ত্র মণ্ডলং
প্রফুল্ল পদ্ম লোচনং
প্রবাল রত্ন ভূষিতং
একত্রে। নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।

মীরা। বিরাজমান বিগ্রহং
বিশাল রত্ন বক্ষসং
বিচিত্র পাদ পল্লবং
একত্রে। নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।

মীরা। সুরারিবৃন্দ ঘাতকং
সুবেত্র সব্য হস্তকং
সুগন্ধি দিব্য বিগ্রহং
একত্রে। নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।

মীরা। গজেন্দ্র কণ্ঠ মক্ষণং
গবিষ্ট বিষ্ট খণ্ডনং
গজেন্দ্র শেষ সেবিতং
একত্রে। নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।

মীরা। ভবাব্ধি ভীতি ভঞ্জনং
ভবাব্ধি চক্ষু রঞ্জনং
ভবাব্ধি ক্ষেদ ভেদনং
একত্রে। নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।

মীরা। কদম্ব কোরক শ্রুতিং
কিশোর কোমলাকৃতিং
কালীন্দি নন্দিনী তটং
একত্রে। নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।"

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

ধর্ম্মশালা

রামতনু, হরিপ্রসাদ, হরিমোহন ও রামকান্ত তর্কবাগীশ।

রামতনু। কোন্ কাজে চলিছেন মশায়, চাকুরীর চ্যাষ্টায় নাকি?

হরিপ্রসাদ। এই ম'ল পিছে ডাক্‌লে! দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি। পিছে ত ডেকেইছে, তারপর বুদ্ধিটা দেখ,—এমন কিন্ ফিনে ধুতি, এমন টেরী কাটা মাথা, এমম উগ্রগন্ধ, এমন চক্‌চকে জুতো, এমন কিশোর বয়স, এমন নটবরবেশ, দেশ ভ্রমণ এখনও শেষ হলনা, বলেকিনা চাকরীর চেষ্টা? কেমন হরমোহন এবেশ শ্রীমন্দিরের জন্য না?

হরমোহন। (মৃদু হাস্যে)

অনুমানটা প্রায় কাছাকাছি গিয়েছে, বিদেশে শ্রীমন্দির, বুঝতেই পেরছ! শুনেছি মেয়েটা নাকি স্বয়ম্বরা হবে, তাই ইচ্ছা আছে একবার দুর্গা বলে ফেরবার সময় দেখে আসব— প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বলাযায় না ত, একবার যদি চোখচোখি হয়, তাহলে পেটে বিদ্যা বুদ্ধি যা থাকুক না কেন, বাহ্যিক কাপড় চোপড় সেওত আর কম নয়, তাতেই কিস্তি মাৎ হতে পারে। হিতোপদেশে পড়েছিলাম উদ্যোগিনং পুরুষসিংহং উপৈতি লক্ষ্মী। উদ্যোগি থাকিলে সিংহকে জয় করিতে কতক্ষণ? লক্ষ্মীকেও বিষ্ণুর কোল ছাড়া করিতে সময় লাগে না।

হরিপ্রসাদ। বটেইত বটেইত! বেটারা

জানেনা তাই বলে হরমোহন মাকাল ফল।
থাড় কেলাস পর্য্যন্ত পড়েছে, সংস্কৃতে যেন
খই ফুটছে।

রামকান্ত ভট্টাচার্য্য।

আপনার এই বাক্য সুধা নয়ন গোচর
করিয়া আমাদেরও মনে একটা আশঙ্কার
হস্তী যে না উত্থিত হইতে পারে তাহা
নহে। আমরাও এই আনন্দময়ী বিবয়ে
নিশ্চয়ই এক বার চেষ্টা করিয়া প্রয়াস
পাইতে মনোবাস। সমুত্থিত করিব।
রামতনু। তবে কথাটা কি জানেন, মশয়!
কৃষ্ণ বর্ণং ত্বিসা কৃষ্ণং। রংটা বড়ই কালা,
কালা রং ধলা রংকে আকর্ষণ কড়বে কি?

হরিপ্রসাদ। কড়বে কড়বে।
হরমোহন।
দেখত হরিপ্রসাদ. যেন হাঁচি টাচি না পড়ে,

ও বাঁদরটার নাকটা টিপে রাখ ! দুর্গা দুর্গা !
শ্রীদুর্গা ! জয় দুর্গা !

রামকান্ত । জগজ্জননি প্রেমময়ী জগদীশ্বর.
জগদ্ধাত্রী ।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিতোরের রাজ প্রাসাদ ও উদ্যান ।

(রাণা কুম্ভ পুষ্পোদ্যানে একাকী)

কুম্ভ । শুনিয়াছি অপূর্ব্ব কাহিনী,
প্রস্ফুটিত তামরস
মকরন্দে ভরা !
হরি প্রেমে বালা
হয়ে উন্মাদিনী
সুস্বর সঙ্গীত সুধা
করে বিতরণ ?

দর্শন পিয়াসে যে যায় সেখানে
পান করে প্রাণ ভরে,
সে স্বর লহরী—
আত্মপর নাহি ভেদজ্ঞান !
হরিপ্রেম হউক মধুর
জড়ভাব এনে দেয় প্রাণে,
বীরত্বের ইতিহাসে
নাহি হরিনাম—
আছে বলিদান ।

সুমধুর স্বর তার
রূপ অপার্থিব,
হরিকেও করে যাহা
স্বর্গ হ'তে আকর্ষণ—
বারেক বাসনা, দেখি তাহা,
দেখি তাহা, চিতোরের শূন্যকক্ষ
পারে কিনা
করিতে পূরণ !

রমণীর রমণীয় রূপ রাশি,
তার সহ সুমধুর কলকণ্ঠ,
তাহাতে কবিতা,—
এ ত্রিধারা— খুজিতেছি
বহুদিন হতে, কিন্তু—
একাধারে হেন বিমিশ্রণ
দুর্লভ জগতে !
কাব্য প্রিয় সুকবি হৃদয়
চাহে যাহা, ঠিক ইহা !
তাই বড় ইচ্ছা, বড় লোভ
দেখি একবার, কে সে মীরা
কেমন সুন্দরী ?
চিতোরের সিংহাসনে
বসালে তাহারে,
কামনার থাকে কিনা
আর কোন অবশেষ ?
কিন্তু চিতোর অধিপ আমি

ক্ষুদ্র সামন্তের গৃহে
যাইব কেমনে—
ভিখারীর মত, প্রার্থী হয়ে ?
মাতুল ভবন যদিও সেখানে
যদিও যাইতে সেথা, নাহি বাধা,
কিন্তু যে বাসনা প্রাণ মন
করিছে চঞ্চল,
সে বাসনা নহে হরিময় !
তাই ভয়,
পাছে হই উপেক্ষিত—
কলঙ্কিত করি পাছে
অকলঙ্ক চিতোরের
পূণ্য ইতিহাস !
হরিভক্ত ভিন্নবুদ্ধি
তাই ভীত মন।
প্রাণ কিন্তু শুনে না বারণ—
যাইতেই হবে !
মাতুল আলয়ে যাইবার ছলে;

হেথা হ'তে হইব বাহির—
তার পর ছদ্মবেশে
সামন্ত ভবনে, হব উপনীত !
তার পর তার পর—
কার্য্য ক্ষেত্রে যাহা অনুকূল,
রণা কুম্ভ চিতোর অধিপ,
জানে ভাল রূপে
কি করিলে হয় সমাধান ।

(দূতের প্রবেশ ও প্রণাম ।)

দূত । মহারাজ,— সমস্ত কুশল ।

কুম্ভ । যাও দূত করগে প্রচার,
যাব আমি কাল
মাতুল ভবনে
রাজ কার্য্য মন্ত্রীহস্তে
করি সমর্পণ ।

দূত। যাই অন্নদাতা

(প্রণাম করিয়া প্রস্থান।)

কুম্ভ। মীরা মোর আরাধ্য দেবতা !
মীরা মোর জীবন সঙ্গিনী !
দুর্গা বলে হইব বাহির
বৈষ্ণব মহান্তবেশ
করিয়া ধারণ।
যাই এবে মন্ত্রণা ভবনে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সামন্ত প্রাসাদ

আগন্তুকগণের একে একে প্রবেশ।

রতিয়া। হ'ক শুভ আগমন !
ধন্য আমি !
ধন্য মীরা !

ধন্য এই সামন্ত কুটীর !
হরিকথা করিতে শ্রবণ
আসিছেন কত মহাজন,
আপনারা এসেছেন হেথা !

(একে একে চেয়ারে উপবেশন—ভোজন ও তাম্বুল দান)

মধ্যাহ্ন তপন মাথার উপর
পরিশ্রান্ত ক্লান্ত দেহ
মাগিছে বিশ্রাম !
স্নান পূজা করি সমাপন,
ক্ষুৎ পিপাসা করি দূর,
সায়াহ্নে সঙ্গীত তার
করিবেন যথেচ্ছা শ্রবণ !
রাঞ্ছোড় মন্দিরে মীরা
করিবে কীর্ত্তন আজ.
সে কীর্ত্তনে দিবে যোগ
বঙ্গীয় বৈষ্ণব ;—
এসেছেন তাঁরা অদ্যই প্রত্যুষে,

পুণ্য বৃন্দাবন হ'তে !
হরিদাস নাম যাঁর
করিবেন সায়াহ্নে সঙ্গীত।

মহাশয়, কোথা হ'তে আগমন ?
১ম ব্যক্তি। জয়পুর হ'তে, (প্রণাম করিয়া)
গোবিন্দজীউর প্রকাশ যথায়।

রতিয়া। করি নমস্কার।
আপনার ?

২য় ব্যক্তি। যোধপুর হ'তে।
রতিয়া। বেশ ! বেশ !
মহাশয় ?

হরমোহন। বঙ্গদেশ হ'তে এসেছি হেথায়,
দেশ পর্য্যটন হেতু।
লোক মুখে করিয়া শ্রবণ,

তনয়ার তব রূপ—

(মাথা চুল কাইতে চুলকাইতে)

উঁঃ হুঁঃ হুঁঃ— সদ্‌গুণ

বড় ইচ্ছা একবার

সাক্ষাতে দেখিয়া—

চক্ষু-কর্ণ-প্রাণ-মন

জীবন-যৌবন—

(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে)

উঁঃ হুঁঃ— জনম জনম,

করিব সার্থক।

রতিয়া। বহুদূর হতে এসেছেন হেথা

সব সাধ হইবে পুরণ,

কন্যা মোর পরম রূপসী,

কণ্ঠস্বর কোকিলকে

করে পরাজয়।

মহাশয়?

৪র্থ ব্যক্তি। অধম দরীদ্র কবি আমি,

হরি! হরি!

বহু ভাগ্যে চরণ দুখানি

করিলাম দরশন।

কণ্যা যার হরি ভক্ত

তিনি মহাজন!

আসিয়াছি বহুদূর হ'তে

মনোরথ—

রমনীর রমণীয় বদন মণ্ডল

ভক্তিরাগে হ'লে উদ্ভাসিত

কি অপূর্ব্ব হয় শোভা,

সাক্ষাতে নেহারি রচিব

সে চিত্র,

কল্পনার তুলিকায়,—

উপন্যাসের আকারে;

একাধারে রূপ রস

করিলে সৃজন,

সহস্র গ্রাহক মোর
হবে এক দিনে।

রতিয়া। হবে পূর্ণ মনোরথ,
কন্যা মোর হাবভাবে
কলাবতী সমা।

কোথা হ'তে আপনার
শুভ আগমন ?
মুখ দেখে মনে হয়
দেখেছি কোথায়,
কিন্তু—
ঠিক কোথা না হয় স্মরণ।

কুম্ভ।
(স্বগত) তবু ভাল!

(প্রকাশ্যে) আসিয়াছি শ্রীমন্দির হ'তে,
রঙ্গনাথ আছেন যথায়

এ অধম তাঁর সেবা অধিকারী,
কন্যা তব শুনেছি দেবতা !
দর্শন লালসা
নহে বলবতী,
বড় সাধ, শুনিব কীর্ত্তন
দেখিব সচক্ষে প্রেম নীর ।
মারবার মরুক্ষেত্র
শুষ্ক ভক্তি হীন,
যদি তব কন্যার প্রসাদে
দেবতার শুভ আশীর্ব্বাদে,
প্রেম বন্যা নেমে আসে ইথে, —
মারোবাসী মোরা সবে
ধন্য হ'য়ে যাব ।

রাতিয়া । শুনিয়াছি পূরব ভারতে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঘরে ঘরে
হরিনাম করি বিতরণ,

বঙ্গভূমি করেছেন সুপবিত্র,
পশ্চিম ভারত,
সুবিখ্যাত বীরত্বের ইতিহাসে,
সুবিখ্যাত রাজবারা নারীগণ—
স্বদেশের তরে,
মাতৃভূমি হেতু,
নিজ প্রাণ অকাতরে
দেছে বিসর্জ্জন ;
কিন্তু কভু কাঁদে নাই
হরিপ্রেমে তারা।

কুন্ত। সাক্ষাতে দেখিব আজ
সে চিত্র অদ্ভুত !
রাজবারা রমণীর বদন কমল
অভিষিক্ত,
প্রেম অশ্রু জলে !
স্বদেশের প্রেম প্রবাহিত
শ্যামলের কালিন্দী সলিলে ?

ভূয়া। বেশ কথা!
সাঙ্গ করি স্নান পূজা
করিয়া আহার,
পুনরায় হরি কথা করিব শ্রবণ,
আসুন এখন।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রঞ্ছোড়দেবের মন্দির।

কুসুম পরিশোভিতা মীরা জোড়হস্তে নিমীলিত নেত্রে
ঠাকুরের সম্মুখে দণ্ডায়মানা।

আগন্তুকগণ ও বৈষ্ণবদলের প্রবেশ। রাঞ্ছোড়
দেবকে প্রণাম করিয়া সকলের
উপবেশন ও মৃদঙ্গ ধ্বনি।

মীরা।

(চমকিত ও সলজ্জভাবে শ্রীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া)

গীত।

আজু কি বন্‌শী বাজে,
ও কি বন মাঝে না মন মাঝে ?
বন্‌শী ফুকারে
কহি মে প্যারে,
হাম্ কেন মরি মারি লাজে ?
হাম্ ত নহি প্যারী
মে হুঁ পর নারী—
খবরদারা বন্‌শী
মৎ তুম্ আও
রমণী সমাজে।

হরমোহন। বেশ বাইজী কিয়াবাৎ কিয়াবাৎ হামলোক বাঙ্গালী আছে, হিন্দী গীত বহুত সমজ নেই হোতা, বাঙ্গালা গীত মেহেরবানী কি জিয়ে।

মীরা।

(স্মিত মুখে হরমোহনের দিকে চাহিয়া প্রণাম করিয়া)

গীত

সই কেবা শুনাইল তারে,
আমি দুঃখিনী রমণী
চির কাঙ্গালিনী,
ঘৃণিত লাঞ্ছিত আকুলিত দুখ ভারে।
জানিত যদি সে
আমি চির বিরহিনী
প্রেম উন্মাদিনী,
পূজি তারে হৃদয় আগারে—
(প্রাণনাথ ব'লে
প্রাণারাধ্য ব'লে,)
তা হ'লে কি আসিত সে
সখি যেমন করে এসেছে
এমন নিঠুর দয়াল রূপ ধরে।

হরমোহনের প্রস্থানোদ্যোগ।

রতিয়া। (হরমোহনের পথ আগুলিয়া)
শ্রীবৃন্দাবন হ'তে
এসেছেন এঁরা বঙ্গীয় বৈষ্ণব,
প্রত্যেকেই সাধু, ভক্ত
সুধী, মহাজন !
ইঁহাদের শ্রীমুখের
মধুর কীর্ত্তন ,
দয়া করি ক্ষণকাল
করুন শ্রবণ !

হরমোহন। না না ছেড়ে দিন !
শুনিয়াছি মায়ের সঙ্গীত,
অন্য গানে নাহি প্রয়োজন—
প্রায়শ্চিত্ত ! প্রায়শ্চিত্ত !

সবেগে প্রস্থান।

রতিয়া।
(স্বগত) হাবভাব পাগলের প্রায় !

হরিদাস ঠাকুর।

সংগীত ;

প্রতি অঙ্গ কাঁদে প্রতি অঙ্গ তরে,
প্রতি অণু তরে প্রতি অণু ঝুরে
সে আসেনা, সে দেখেনা,
করি ছলা, নিঠুর কালা,
থাকে দূরে, অতি দূরে।
সুদূর হ'তে বাজে বাঁশী —
মন উদাসী, প্রাণ উদাসী,
ফিরি বনে বনে, ও তার অন্বেষণে
মোরা কুল নারী, গৃহ ছেড়ে।
সে আসেনা, সে দেখেনা,
করি ছলা, নিঠুর কালা,
থাকে দূরে—অতি দূরে।

রাণা কুম্ভ ও বৈষ্ণবদল ব্যতীত সকলের একে ২ প্রস্থান

রাতিয়া। রাত্রি হয়েছে অধিক

পরিশ্রান্ত দেহ সবাকার,
কাল পুনঃ হইবে সঙ্গীত,
দয়া করে— গাত্রোত্থান
করেন যদ্যপি—
যাইতেছি পথ দেখাইয়া।

মীরা ও রাণা কুম্ভ ব্যতীত একে২ অপর সকলের প্রস্থান

মীরা।

সকলেই গেছে চলি
আপন ভবনে,
আপনি একাকী কেন
বিষণ্ণ বদনে হেন
দাঁড়াইয়া রলেন এখানে ?

কুম্ভ। অতি দূর হ'তে এসেছি একলা
হইয়াছে অভীষ্ট পূরণ,
দেখিয়াছি যাহা দেখিবার—

শুনিবার যাহা করেছি শ্রবণ।
কিন্তু দেবি কোথা যাব.
নাহি মোর স্থান
বিশাল ধরণী পৃষ্ঠে—

সহসা রতিয়ার প্রবেশ।

মীরা।

পিতঃ, অন্য কোথা যাইবার
নাহি এঁর স্থান।

রতিয়া। যাও মীরা যাও সঙ্গে এঁর, !
করিয়া যতন,
বসাইও আমাদের ঘরে।
দেবতার প্রসাদ লইয়া
বঙ্গীয় বৈষ্ণবে করি বিতরণ,
শীঘ্র আমি আসিতেছি ফিরে।

চতুর্থ দৃশ্য।

নিশীথে নিস্তব্ধ ধর্ম্মশালা

বারাণ্ডায় লোকসকল সুষুপ্ত, বাহিরে হরমোহন একাকী।

হরমোহন। সুষুপ্ত রজনী,
নিস্তব্ধ এ পান্থশালা!
ঘুমায়েছে অকাতরে
যে আছে যেখানে—
দেখিতেছে অদ্ভুত স্বপন
বিলাসের ক্রোড়ে কেহ
এলাইয়া দেছে দেহ,
অনাক্লিষ্ট শ্রান্ত ক্লান্ত
কাহারও চরণ!

কে বলিবে সুখ ইহা!
এখানেও জয় পরাজয়!
এখানেও সেই হাসি
সেই সেই দুঃখ রাশি,
সেই অশ্রু সেই ভয়!

হৃদয়ের সেই ত কম্পন,
অবসন্ন দেহ কিন্তু
ছুটাছুটি করে মন !

নিদ্রা এরই নাম ?
মানবের এই কি বিশ্রাম ?
ইহাই কি যোগীদের
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ?
ইহাই কি উচ্চ অভিলাষ ?
নেশায় বিভোর,
শুধু ঘুম ঘোর—
মিথ্যাকেই সত্য ব'লে
হয়েছে বিশ্বাস !
ধূলিকণা রত্নব'লে
লইয়েছে কোলে তুলে
তার পর তার পর
আবার নিরাশ !

জেগে আছি সেই ভাল,

চাহিনা ক এমন বিশ্রাম !
নিদ্রা নহে মানবের
সুখ মোক্ষ ধাম !

জেগে আছি তবুও ত
নাহিক নিষ্কৃতি !
সেই সেই ভাঙ্গা গড়া,
সেই এক তোলা পাড়া,
সেই চিন্তা—
সেই সেই অতীতের স্মৃতি !

মনে হয় এ সংসার
সুবৃহৎ পান্থধাম,—
কত আসে, কত যায়—
কোথায় কোথায় ?
ক্ষণ কাল লভিয়া বিশ্রাম !

কেন আসে ? কেন যায় ?
উদ্দেশ্য কি আহার বিহার ?

না না আছে, আর কিছু
ই'হা ছাড়া
জীবনের ইতিহাস তার ?

মৃত্যুই কি মানবের
একমাত্র শান্তিনিকেতন ?
তবে কি এ নরজন্ম
অতিদীর্ঘ নিষ্ফল স্বপন ?
ভাঙ্গিলে এ ঘুম ঘোর
কেহ কোথা নাই !
অতল বিস্মৃতি জলে
ডুবিবে সবাই ?
বায়ু সাথে মিশে যাবে
বায়ুবীয় যাহা,
জল সাথে মিশে যাবে জল ;
ক্ষিতির অসীম ক্ষেত্র'পরি
মিলাইবে পার্থিব সকল ।
ক্ষুদ্র বায়ু ফুকারিছে

মহাবায়ু বলে,
ক্ষুদ্রজল মহাজলে
হবে পরিণত ;
দৈহিক এ অণুপুঞ্জ
মিশে পৃথ্বীকোলে,
শুধু আত্মা তুমি কিগো
নিরাশ্রয় এত ?

অনন্ত এ পিপাসার
নাহি কিগো স্থান ?
এ ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যথা,
এ গূঢ় স্নেহের কথা,
বারেক কি করিবে না
কেহ অবধান ?

তবে আর মিছে কেন
এ দগ্ধ পরাণ ধরি ?
তবে আর মিছে কেন
শব দেহ বহে মরি ?

তবে আর কেন মিছে
করি কোলাহল ?
তবে আর নেত্র প্রান্তে
কেন আসে জল ?
নিরাশাকে বুকে ক'রে
কেন আর মরি ঘুরে !
কি কাজে রয়েছি হেথা
যাই সেথা যাই—
উঃ ! কি বিকট প্রতিধ্বনি
করিতেছে নাই নাই !

মৃত্যু নহে শেষ তবে
আছে আছে অবশ্যই
এ নদীর পার !
আছে কিছু সেই স্থানে
জীবনের শুভ সমাচার !

অবশ্যই আছে—
কি আছে তা করিগে সন্ধান,

ঐ যে ঐ যে দূরে—
ঐ বাঁশী করিতেছে গান !
ঐ রাজ্য ! ঐ দেশ !
ঐ দূরে ! ঐ মীরা !
করিছে আহ্বান !
পথের সম্বল সঙ্গে—
লই হরিনাম ।

সবেগে প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

সামন্ত ভবন—অন্তঃপুর ।

রতিয়া । কি বল গৃহিনী ?
হাবভাব, চাল চোল
নহে সাধারণ—
মুখ যেন তাঁহারি মতন !
শ্মশ্রু হীন এই মাত্র ভেদ ।
রঙ্গনাথ সেবা অধিকারী
প্রেমিক ভকত হ'তে পারে—

কিন্তু স্বদেশের নামে—
চিতোরের নামে—এত প্রেম
রাণা কুম্ভ ছাড়া
কোথা না সম্ভব !

সুশোভনা। সত্য মিথ্যা
কল্যই হইবে পরীক্ষা
করেছি কল্পনা—
রাণা কুম্ভ মাতুলানী
এসেছেন শ্রীমন্দিরে ,
শুনিবারে মীরার সঙ্গীত,
বলিব তাঁহারে
পাঠাইয়া দিতে
চিতোরের কৈশোরের ছবি,
কল্যই প্রত্যুষে।
ধরিয়া আরসি দূরে
প্রতিবিম্ব আনি ঘরে,
মিলাইব সেই চিত্র—

রাণাকুম্ভ ইনি কিনা
অবশ্যই যাবে জানা,—
কর্ণমূলে জম্বুমণি
নিদর্শন তার।

রতিয়া। বেশ কথা, কি কাজ বিলম্বে
চল যাই রাঙ্কোড় মন্দিরে,
রাণাকুম্ভ মাতুলানী
আছেন যেথায়।

উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সামন্ত প্রাসাদ—নিভৃত কক্ষ

মীরা। অদ্যই কি নিজ দেশে
যাবেন আপনি ?
সকলেই চলে গেছে !

তাড়াতাড়ি কেন ?
থাকুন দুদিন !

কুম্ভ । বহু দিন আসিয়াছি মীরা,
যেতে হবে ফিরে—
রাজকার্য্য করিছে আহ্বান !
কিন্তু কি ক'রে ফিরিব গৃহে ?
লয়ে শূন্য মন প্রাণ !
তোমার সান্নিধ্য মীরা
ছাড়িতে না চাহে হৃদি,
স্বর্গ সুখ এ হ'তে কি
আছে কিছু ?
ভাবিতেছি নিরবধি ।
লহ দেবি দয়া করি
ক্ষুদ্র এই উপহার !
দাও যদি অনুমতি
অঙ্গুলিতে নিজ হস্তে
দিই পরাইয়া ।

(অঙ্গুরী পরাইতেপরাইতে, নতজানু হইয়া।)

চিতোরের সিংহাসন
কর পূর্ণ দয়া করি,
এই অনুরোধ মোর
রাখ দেবি, পায়ে ধরি।

মীরা। চিতোরের অধিপতি ?

(নতজানু হইয়া করজোড়ে)

নরনাথ ক্ষম অপরাধ !
যথোচিত পারি নাই
করিতে ভকতি—
পুরাইতে মনোসাধ।

(দূর হইতে রভিয়া ও সুশোভনার ইহা দর্শন, এবং হাসিতে হাসিতে প্রবেশ।)

রভিয়া। পাইয়াছি পরিচয়,
পবিত্র এ দরিদ্র কুটীর !

দয়া করি নিজ গুণে—
অপরাধ নরনাথ করিও মার্জ্জন,
কি আছে কি দিব আর ?
লহ ওই অমূল্য রতন।

(মীরা লজ্জিতভাবে সরিয়া দণ্ডায়মানা।)
কন্যার হাত ধরিয়া রাণার হাতে সংস্থাপন করিয়া

সুশোভনা। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা
পাগলিনী মা আমার,
আজি হ'তে তব করে,
দিলাম তাহার ভার;
চিতোর অধিপ,
এই অনুরোধ
রেখ মোর মীরাকে যতনে,
নয়নের তারা মীরা,
মীরা মোর দুঃখিনির ধন।

(রাণা ও মীরার পিতা মাতাকে প্রণাম)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

চিতোর রাজ প্রাসাদ—বিলাস ভবন।

(মীরার খাতা সম্মুখে, কবিতা লেখায় নিযুক্তা)

(কুম্ভ চুপি চুপি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া
মীরার লিখিত কাগজখানি লইয়া)

কুম্ভ। কি লিখিছ রাজমহিষি—
দেখি দেখি কেমন কবিতা ?

মীরা। ক্ষমা কর নাথ—

(রাণার নিকট হইতে কাগজখানি লইয়া
জড়সড় করিয়া দূরে নিক্ষেপ, রাণার
কুড়াইয়া পাঠারম্ভ।)

কুম্ভ। "হৃদয়ের উপাস্য দেবতা,
কর কর এই আশীর্বাদ,
যেন আর না মরি ঘুরিয়া

ভ্রমে ভ্রমারণ্যে অজ্ঞান উন্মাদ
হাত ধরি সঙ্গে করি,
অন্ধকে চালাও হরি !
অন্ধকারে আর তারে
দিও না ছাড়িয়া ।
কাতরে কাঁদিলে, তারে
ফাঁকি দিয়ে বারে বারে,
পাষাণ হৃদয়ে তুমি
যেও না চলিয়া ।
এস হরি দীন বন্ধো
হৃদয়ের মহোচ্চ আলোক !
তিমির করিয়া নাশ
কর পূর্ণ ভব তত্ত্ব ইহপরলোক ।
যে পথ দেখায়ে তুমি
দিলে দেব কৃপা করি,
সে পথে পথিক হ'য়ে
উচ্চৈস্বরে হরিনাম

গাহিব পরাণ ভরি।

হরি মন্ত্রে হ'য়ে মুগ্ধ
জগৎ ছুটিবে শেষে,
হরিনাম বিমল তরঙ্গ
উঠিবে সকল দেশে।

ভাই হ'য়ে ভাই ব'লে
ডাকিব কানাই তোরে,
মা হ'য়ে যশোদা সেজে,
ব'লব কানু আয় ওরে।

রাধার প্রেমের ভোরে
কুল মান দিব ছেড়ে—
হরি নামে শুধু অভিরতি,
হরি যে জগৎ কর্ত্তা,
হরি মুক্তি, হরি বার্ত্তা,
হরি প্রেম, হরি প্রাণপতি!

হরি মাখা ভূমিতল,
হরি পিপাসার" — —

কুম্ভ। বাঃ, যাহা দেখি সমুদয়
হরিময় হরিময়, —
হৃদয়ের এক কোণে
এ অধীন দীন জনে,
একটুও দিতে নাই স্থান
নিরদয়!

মীরা। ক্ষমা কর নাথ!
বাল্যে পিতৃগৃহে শিখিয়াছি ইহা,
ভাবি নাই, স্বপনে বা জ্ঞানে,
শুভ দৃষ্টি হবে মোর —
তোমার চরণ প্রান্তে
বাঁধিব প্রণয় ডোর!
হরি নিয়ে করিতাম খেলা
ছেলেবেলা —
হরিকেই দিছি হৃদে স্থান,
ভাবিনাই তাঁরই অতি কাছে
রমণীর সুখ দুঃখ মান।

এখন গেঁথেছি নাথ
সূর্য্য চন্দ্র এক তারে,
লিখিতে হরির কথা—
পতি মুখ মনে পড়ে !
এক প্রাণ দুই জনে
করিয়াছ অধিকার,
একই প্রেম দুই জনে
দিছি নাথ উপহার,
এক ডাকে দুই জনে
এক সঙ্গে দাও সাড়া,
হরিহর এক সাথে
গৌরীদেহ দিয়ে ঘেড়া।

কুম্ভ। পতিব্রতা রমণীর আদর্শ মহান্,
এই চিত্র
আঁকিয়া যতনে মীরা
দেখাইও, এই ধরা
ধন্য হবে সুনিশ্চয় তার।

হরি পতি এক সাথে,
সংসারের প্রতি পাতে,
প্রতি ছত্রে, হইলে প্রচার,
মানবের প্রতি গৃহ
হবে স্বর্গধাম,
নর নারী প্রতি গৃহে
হবে পূর্ণ কাম।
হরি হর পাশাপাশি
গৌরী দেহ দিয়ে ঘেরা,
বুঝিলাই এই চিত্র
কি অমৃত দিয়ে গড়া!
আজ অন্ধ আঁখি মোর
খুলে দিলে প্রিয়তম,
আজ ঘুচিয়াছে মোর
এত দিন-যাহা ছিল ভ্রম।
পবিত্র করিয়া মীরা
চিতোরের সিংহাসন,
থাকিও আনন্দময়ি,

যত দিন এ জীবন !
যাই এবে লাজ মরি
এখনি আসিব ফিরে,

মীরা । মন্ত্রগৃহে যাইবার হয়েছে সময় ?

(নেপথ্যে পেটাঘড়ি বাজন)

কুন্ত । ঐ শুন ঐ দেবি—

উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

মন্দিরের পার্শ্বস্থ পুষ্করণীর বাঁধা ঘাট ।

(ঘাটের বৃক্ষতলে একাকী হরমোহন, ধ্যানস্থ উপবিষ্ট)

হরমোহন । এই কি সে ধ্যানস্থ চেতন ?
অথবা এ কি গো মোর
কল্পনা কুয়াশা ঘোর,—
ভ্রান্ত দৃষ্টি,—জাগ্রত স্বপন ?

বিশ্বগ্রাসি ঘোর তমসায়
তরু লতা উপবন,
সকলিত নিমগন ;
আত্মপর ভেদ বুদ্ধি নাই ।
আছি, আছি, এই মাত্র
ধ্বনি শুধু শুনা যায়,
এ শব্দ কি মোর দেহে ?
অথবা বিশ্বের গেহে ?
দুলিতেছি সন্দেহ দোলায় !
বিহগীর মত যেন
ডিম্বোপরি আছি ব'সে ;
সহস্র ব্রহ্মাণ্ড মোর
বিশাল উরসে !
একটি নিশ্বাস বায়ু
ছাড়িলেই পরমাদ—
ফুটিয়া উড়িয়া যাবে
শত তারা শত চাঁদ !
ভীষণ শ্রবণভেদি

তুলিবেক কোলাহল,
জমাট বাঁধিয়া যারা
হিমবৎ সুশীতল।
অগস্তের মত আমি
শব্দনদী করিয়াছি গ্রাস;
প্রাণায়ামে সুসংযত,
তদবধি আপন নিশ্বাস।
ফণীর গর্জ্জন যথা
ভিতরে কি করিছে গর্জ্জন;
অচেতন অন্ধকারে
এই একা কেবল চেতন।
অদ্বৈতের একাকার,
নহে আর অতিদূর!
এসময়ে কোথা রাধা,
কোথা ব্রজপুর?
জোনাকী উড়িয়া বসে
চেতনের গায়;
ঝিল্লীকুল দূর হ'তে

জয় গীতি গায় ;
গগণের শত তারা
মুকুটে মুকুতা হার —
উদ্বাহ হইবে যেন
শব্দ সহ আর কার ।
এই কি সে নটবর বেশ ?
এই কি সে বংশীর নিনাদ ?
যমুনা উজান চলি যায়,
কদম্ব ফুটয়ে পারিজাত !
কোথা রাধা যোগেশ্বরী ?
কোথা বৃন্দাবন ?
কই সে মধুর স্বপ্ন,
বঁধুয়ার মধু আলিঙ্গন ?
গভীর এ অন্ধকার হৃদয়ের পাশে
এই যে কে নিশুতি ঘুমায় !
আলিঙ্গিতে গেলে তারে,
এঁরি গায়ে হাত ঠেকে যায় !
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যবে

মিশে তনু তোর,
তুই কি লো ক্ষুদ্রা বেড়ে
রাখিলি ধরিয়া ?
অণুরূপী তোর সখি !
এতই কি জোড় ?
সাংখ্য ন্যায় তোরে দেখে
উঠে চমকিয়া !
মহাশক্তিরূপা মীরা—
তুমি কি সে নারী ?
তুমি কি শিবের সেই
দুঃখিনী শিবানী ?
আহিরিণী পূর্ণ ব্রজে
তুমি কি সে প্যারী ?
মূলাধারে তুমি কিগো
কুলকুণ্ডলিনী ?

ধ্যান জ্ঞান সব মীরা,
মীরা গুরু কর্ণধার —

মীরা বেদ, মীরা বিদ্যা,
মীরা মোর সহস্রার !
যাহা কিছু মনে করি,
সকলি মীরার কথা,—
মীরাই আনন্দে আলো,
নিরানন্দে মীরা ব্যথা !
মীরা পত্নী, মীরা মাতা,
মীরা গুরু, মীরা ত্রাতা,
মীরা পূর্ণ সমুদর ;
মীরা চক্ষে, মীরা বক্ষে
এ জগৎ মীরাময় ।
মীরা মধ্যে আমি নিম্নে
ঊর্দ্ধে ব্রজপুর—
এই কি সে সখিভাব
মধু হ'তে সুমধুর ?
ঠিক ঠিক ঠিক ইহা,
নাহি এতে কোন ভুল ;
মীরা যদি দেয়

তবে হরি পাই,
মীরা মূর্ত্তি—
জগতে অতুল।
সখি তুমি গুরু তুমি,
যাব তব কাছে—
চেয়ে লব সে অমৃত,
যাতে মরা বাঁচে।
হরির পূজার তরে
ফুটন্ত কুসুম চাই,
তুমি সে পবিত্র ফুল
উপহার দিব তাই।
কিন্তু বড় ভয় মনে
আপনাকে হয় না বিশ্বাস,
পবিত্র বা অপবিত্র
জানি না কি এ দীর্ঘ নিশ্বাস?
রমণী জননী—নহে মায়াবিনী,
বৈষ্ণবের প্রধান সাধন।
সুসিদ্ধ কি আমি তাতে?

সংযত কি প্রাণ মন ?
বলবান্ ইন্দ্রিয় গ্রাম,
প্রাণে তাই হয় ভয় !
মাতা পত্নী এক সাথে ;—
এ সাধন শুধু অগ্নিময় ।
না না কাজ নাই তাড়াতাড়ি,
তীর্থে তীর্থে ঘুরি ফিরি
মেশামেশি ঘেসাঘেসি
শিখিব সংযম,
তারপর তারপর—
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি
পাদপদ্মে দিব হরি
যাহা চাও—
মাতা, পত্নী, গুরু, সখি
বৈষ্ণবের উপাস্য কুসুম !
কামগন্ধ ধুয়ে যায়
হেন তীর্থ কোথা পাই
যাই দেখি যাই দেখি

করিগে সন্ধান,
বলে দাও বলে দাও
কেহ যদি জান ওগো
দয়া ক'রে কৃপা ক'রে-
পুণ্য আর্য্য ভূমে
কোথা সেই স্থান!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

চিতোর বিলাস ভবন

(পিঞ্জর আবদ্ধ বিহঙ্গ হস্তে মীরা একাকিনী দণ্ডায়মা

পিঞ্জর আবদ্ধ বিহঙ্গিনী
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে উচ্চারণ,
কিন্তু প্রাণ তার চায়,
বাহিরেতে যায়—
লৌহজাল করিয়া ছেদন
স্বর্ণপাত্রে জল,

স্বাদু পক্ক ফল,
প্রভুর কোমল স্পর্শ
শত স্নেহাদর,
কে বলিবে নহে তৃপ্তিকর
কিন্তু প্রাণ চাহে স্বাধীনতা—
সুনীল গগন,
ঊর্দ্ধ হ'তে আরও ঊর্দ্ধে
করে পাখী বিচরণ !
চাহে প্রাণ গাহে গান
প্রকৃতির কোলে,
মধুকণ্ঠে বনভূম করি নিনাদিত
এত সুখ এত স্নেহ
সব যায় ভুলে,
চঞ্চুপুটে টানে ত
আছে শক্তি যত।
(নয়নেতে আসে অশ্রুধার
উন্মত্ত সে, কি যন্ত্রণা
কে বলিবে ? কে বুঝিবে

ক্ষুদ্র প্রাণ বিহঙ্গিনী তার ?

(পাখী উড়াইয়া দিয়া খাঁচা রাখিয়া)

জানিনা কি চিতোরের
সমস্ত সম্মান
মোর মুখপানে চেয়ে
করে অবস্থান ?
সব বুঝি ! কিন্তু হায় !
কোথা তার আয়োজন ?

বিলাস পুঁতুল হ'য়ে
মিছে ছুটো কথা নিয়ে
প্রাণ ভোরে রক্ত মাংস
করিতেছি আলিঙ্গন !
ইন্দ্রিয় লালসা ছাড়া
নাহি কোন কথা
ভোগ বিলাসের তরে
বিধাতা রমণী গড়ে,

পোড়া দেশ পোড়া বিধি
নাহিক অন্যথা !
চিতোর মহিষী আমি
খাই দাই থাকি শুয়ে
এ ছাড়া কর্ত্তব্য মোর
নাহি কোন দিক দিয়ে ?
বড় ঘৃণা বড় লজ্জা !
ছি ছি এই মনুষ্য জীবন,
রক্ত মাংস সেবাতেই
করিয়াছি নিয়োজন !
সমগ্র চিতোর মোর
করিতেছে হাহাকার,
চিতোর মহিষী আমি
কি ক'রেছি তার প্রতীকার ?
স্রক চন্দনের স্তরে আর্য্যজাতি
বনিতারে করিয়া স্থাপন
যদি বলে আর্য্যশাস্ত্র
সম্যক দর্শন,—

তবে কেন উমা, গার্গী,
মৈত্রেয়ীর এত সমাদর ?
তবে কেন আর্য্যনারী
আত্মত্যাগে হয়েছে অমর ?
অচেতন-প্রকৃতির প্রাণ
নারীজাতি—মাতৃমূর্ত্তি তাঁর,
দুদণ্ডের তরে ফুটেনাই হেথা
মশকের আনন্দ বিধান !
রমণী—জননী, নহে সে মোহিনী,
কিম্বা মায়াবিনী –
বিষবৎ পরিত্যজ্য
কিম্বা পিঞ্জরে আবদ্ধ
বিহঙ্গিনী প্রায়
স্বর্ণ শৃঙ্খলে রবে বদ্ধ চিরদিন ;
স্বাধীন সে মাতৃমূর্ত্তি !
পুণ্যতোয়া ভাগীরথী প্রায়
পর্শে তাঁর ঢালিয়া অমৃত
[illegible] অস্থিখণ্ডে

জীবন জাগায় ;
মরা ছুটে যায়
যার মুখে চায়,
সেবা প্রেম সুসজ্জিত কায়,
চিনে লয় কর্ত্তব্যের পথ ।
আমি সেই আর্য্য নারী —
পতিপদ বুকে ধরি
যদি গাহি হরিনাম,
বৈষ্ণবের সাথে, শ্রীমন্দিরে,
হরিগুণ করি গান
তাহ'লে কি দোষ হয়
শুধাইব তাঁরে ;
দেন যদি অনুমতি,
এ যাতনা এই কষ্ট
যাবে দূরে চির তরে ।

গীত ।

এক নাই [illegible] আছে

আছে শূন্য শূন্যের ভাণ্ডার,
শূন্য নিয়ে নাড়িচাড়ি
শূন্য নিয়ে ঘর বাড়ী
(কি বলিব প্রভু হে)
শূন্যে শূন্যে সব ছারখার !
প্রাণ নাই আছে দেহ
সাড়া নাহি দেয় কেহ,
শূন্য মন শূন্য প্রাণ
শূন্য মোর সহস্রার, ।
একি হ'ল একি হ'ল
(প্রভো মোর একি হ'ল)
পারিনা পারিনা আর ।
(কুন্তের প্রবেশ)

কুন্ত । প্রফুল্ল কমল কেন ম্রিয়মাণ ?
কেন কেন আরক্তিম
আনত নয়ান ?
চিতোর মহিষী যিনি
কি অভাব আছে তার ?

কাঁদিতেছ ছি ছি একি !
কেন মীরা অশ্রুধার ?

মীরা। চিতোর মহিষী, দাসী—
এ উচ্চ সম্মান
আনিয়াছ দয়া করি,
করিয়াছ স্বর্গ সুখ দান ;
ধন রত্ন, দাস দাসী
বিলাসের প্রার্থিত সকল,
সকলিত দেছ নাথ —
পাইয়াছি চরণ যুগল
কিন্তু—

কুম্ভ। কিন্তু কি মহিষী ?
সমগ্র চিতোর যার পদানত,
রাজবারা ভূমি পূজা করে যারে,
রাণাকুম্ভ যার সুখের প্রয়াসী,
সেও দুঃখী ?

লুকান হৃদয়ে তার
সহস্র যাতনা ?

(মীরার শূন্য পিঞ্জর গ্রহণ)

কৃষ্ণ। উড়ে গেছে পাখী
স্মবর্ণ শৃঙ্খল কাটি ?

মীরা। নিজ হস্তে পিঞ্জরের দ্বার
করিয়াছি উন্মোচন,—
উড়িয়া গিয়াছে পাখী
পাইয়াছে স্বাধীন জীবন,
যাতনার হইয়াছে অবসান ;
ঐ শুন ডাকে পাখী দূরে
কণ্ঠস্বর হয়েছে নূতন।
নিরানন্দ প্রাণে তার
কতই আনন্দ আজ !
আনন্দই স্বাধীনতা !
আহা পাখী সুখী তুমি আজ !

কুম্ভ। পাখী সুখী তুমি দুঃখী—
কি দুঃখ অন্তরে?

বুঝিয়াছি মীরা
চাহ তুমি স্বাধীনতা,
পাখীর মতন;
চাহ তুমি করিতে কীর্ত্তন,
পিতৃ গৃহে করিতে যেমন,
প্রকাশ্যে রাজপথে, চাহ তুমি
ঘেরিবে তোমারে জনকোলাহল
পিপাসিত সহস্র নয়ন
থাকিবেক মুখপানে চেয়ে
কাম প্রপীড়িত!
তুমি মধ্যকেন্দ্রে ফুটন্ত কুসুম!
ছি ছি মীরা!
চিতোরের কুললক্ষ্মী তুমি—
এ বাসনা এ পিপাসা
এই স্বাধীনতাস্পৃহা,

এই অভিসার,
এই ব্যাভিচার, গোপবধূবিট—
শ্রীহরির অভীপ্সিত হ'তে পারে;
কিন্তু কুন্তের ঘরণী,
কুলবধু, কুলের রমণী,—
নহে রাজপথ তার
উপযুক্ত সঙ্গীতের স্থান।

মীরা। ক্ষমা কর নাথ!
দাসী চাহেনাক রাজপথ,
চাহেনাক সেই স্বাধীনতা,
সে নাম কীর্ত্তন—
যাহে কামভাব জাগায় অন্তরে।
শ্রীহরি আমার শান্তির আধার,
পায়ে ধরি
তাঁর নামে দিওনাক দোষ,
হরি কৃপাময়,
তাঁর প্রতি অকারণ
কেন কর রোষ?

গোপাল মন্দির
হয়েছে নির্ম্মাণ যাহা
এই অন্তঃপুরে,
ভিক্ষা—প্রতিদিন সেথা আমি
সাধু বৈষ্ণবের সনে
করিব কীর্ত্তন যতক্ষণ অভিরুচি।
তারপর অনুরোধ—
যখনি ফিরিব গৃহে,
দেখি যেন সহাস্য বদন
পতিদেবতার,—
আনন্দ দায়িনী মুর্ত্তি
করুণা সিঞ্চিত স্নিগ্ধ
প্রশান্ত উদার!
দেও নাথ দেও অনুমতি!

(স্বামীর চরণস্পর্শ)

কুম্ভ।

(মীরাকে উঠাইয়া)

বেশ কথা! তাই হবে!

বিষণ্ণ কমল, দেখি ইথে
হয় যদি সমুজ্জল !
বড় বাজে বুকে—
দীর্ঘশ্বাস মীরা তোর !
ঐ নেত্রে দুঃখ অশ্রুধার !
(স্বগত) না বুঝিয়া করিয়াছি
বৃন্তচ্যুত শিরীষ কুসুম—
অপরাধ-অপরাধ-শত অপরাধ—
জাগে মনে—সব দোষ মোর !
উন্মুক্ত বিহঙ্গে আমি
করেছি বন্দিনী ।

কুম্ভের প্রস্থান

মীরা । গীত ।

কেন হ'ল এ জীবন
মরুভূমে পরিণত,
কেন হ'ল এ প্রান্তর
বারিহীন চিরমৃত,

তুমি নাই তুমি নাই
তাই কি এ হাহাকার
তাই কি তাই কি প্রভু
দাবানল চারিধার ?
সরস সুন্দর শ্যাম ছিল যাহা অবিরাম
একের অভাবে আজ
চির শুষ্ক চির মৃত ।

—❊—

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গিরিধারী মন্দির—প্রাঙ্গণ

মীরা পুঁথি হস্তে বেদিপরে উপবিষ্টা, সম্মুখে
মালাহস্তে বৈষ্ণবগণ উপবিষ্ট।

মীরা। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন হ'তে
আনিয়াছি এই গ্রন্থ শিরোমণি,
চৈতন্যাষ্টক নামে সুবিখ্যাত
কর্ণরসায়ন—অমৃতের খণি।

জনৈক বৃদ্ধ বৈষ্ণব।

কৃপাকরি ব্যাখ্যা সহ পড়ুন আপনি,

জনৈক বৈষ্ণব।

ধন্য হব শুনি।

(গিরিধারীগোপালকে ও পুঁথিকে প্রণাম করিয়া)

(সুরে)

মীরা

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম।
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে লঙ্ঘন ॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্ব শক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তবকৃপাভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধ হয় ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ

উত্তম হঞা আপনারে মানে তৃণাধম
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম
বৃক্ষে যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়
শুকাইল মৈলে কারে পানী না মাগয়
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন
ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান॥
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয় ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ॥

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি

অয়ি নন্দতনূজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পদপঙ্কজ
স্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

তোমারনিত্যদাসমুঞি তোমাপাসরিয়া
পড়িয়াছি ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা
কৃপা করি কর মোরে পদধূলিসম
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্‌গদ রুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুকদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগসম
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

আমি কৃষ্ণ পদ দাসী
তেঁহো রস সুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ
কিবা না দেন দরশন

না জানেন আমার তনু মন
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ
সখি হে ! শুন মোর মনের নিশ্চয়
কিবা অনুরাগ করে
কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয় ।
এই মত হইয়া যে কৃষ্ণ নাম লয় ।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয় ।।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

চিতোরের প্রমোদ উদ্যান
(রাণা একাকী)

আজ বহুদিন হ'ল আসেনি সে
করেনিক স্বামীর উদ্দেশ !
এই কিসে হরিপ্রেম ? .
এই কি সে হরির আদেশ ?

সাধু সঙ্গ সুখকর
মানিলাম সত্য ব'লে,
অসাধু কি রাণা কুম্ভ ?
দুঃখ হয় সেথা এলে ?
হিরণ্যকশিপু নহি আমি—
হরিনামে কোন্ দিন করেছি বিদ্বেষ ?
যা চেয়েছে দিয়েছি তখনি,
করিনাই আপত্তির লেশ !
অকলঙ্ক চিতোরের সমুজ্জ্বল নাম,
হরিনামে দিছি বিসর্জ্জন !
কুম্ভপত্নী বৈষ্ণবের সাথে
তালে তালে নাচে অনুক্ষণ !
নিজ হস্তে বিষতরু করেছি রোপণ,
নিজ হস্তে কেটেছি শৃঙ্খল,
ধিক্ কুম্ভ সুবুদ্ধি তোমার !
অমৃতে মিশালি হলাহল !
"পরকীয়া" বৈষ্ণব সাধন,
শুনিয়াছি শুধু ব্যভিচার !

'সেই পথে পথিক কি মীরা ?
উঃ পারি না ভাবিতে আর !
মীরা ! মীরা ! কুম্ভের ঘরণী !
'পরকীয়া' চিতোরের রাণী !
শেল—শেল—গুরু শেল—
হৃদয়ে আমার !
'পরকীয়া' বৈষ্ণব সাধন—
শুধু ব্যভিচার.
আত্ম রক্ষা প'ড়ে থাকে
রক্ত মাংস করিলে চীৎকার।
'পরকীয়া' কামপ্রিয়া
রমণীর সুন্দর সাধন—
ছিঁড়ে দেয় ঘর বাড়ী পতির বন্ধন
ধর্ম্মের পাশরা মাথে
মুখে হরিনাম,
অন্তরে—কি ঘৃণা ! কি লজ্জা !
কুষ্ঠ—মহাব্যাধি—কাম !
পতি সেবা ভাই তার

হইয়াছে অবসান,
বৈষ্ণবের মুখে, তাই তার
ভাল লাগে গান !
'পরকীয়া' নিশ্চয়ই সে নারী —
বৈষ্ণবের প্রেমের ভিখারী,
যাক্—সব শেষ !
দয়া, মায়া, স্নেহ, ধর্ম্ম,
বীরত্ব, বিজ্ঞান, কর্ম্ম,
যাক্ রসাতল !
প্রতিহিংসা — প্রতিশোধ
জগুক অন্তরে,
মীরা মুখ প্রফুল্ল কমল
ডুবে যাক্ পঙ্কের ভিতরে !
এক মীরা গেছে চলি, শত মীরা
করিবে বেষ্টন,
'পরকীয়া' বেশ কথা,
আজ হ'তে রাণা কুম্ভ
'পরকীয়া' করিবে সাধন।

আসিছে রাক্ষসী, পরকীয়া দাবানল
হৃদয়েতে পূরা,
কিন্তু কি সুন্দর!
প্রতি পদক্ষেপ তার মাধুর্য্যেতে ভরা!
হ'ক, আজ স্পষ্ট কথা
বলিব তাহারে,
দুর্ব্বলতা হৃদি হ'তে যাও যাও দূরে
লুকাচুরী আর কেন?
ভঙ্গিয়াছে কাঁচের বাসন।
বলিব তাহারে স্পষ্ট স্পষ্ট ক'রে,
এই কি কর্ত্তব্য মীরা?
হরি সেবা বেশ কথা,
কিন্তু পতি সেবা নহে কি তা
ধর্ম্মের ভিতর?
বিবাহিতা পত্নী তুমি,
কর হরি সঙ্গ—ক্ষতি নাই,
কিন্তু পতি সঙ্গ ছাড়ি
পর পুরুষের সঙ্গে সুখী যেই নারী;

কুলটা সে——

(নেপথ্যে দৈববাণী)

নির্ব্বোধ চিতোর রাজ।

কুম্ভ। (আশ্চর্য্য ভাবে)

একি দৈববাণী ?
না পাপীয়সী আত্মদোষ স্খলনের হেতু
করিয়াছে উৎকোচ প্রদান !
তাই গুপ্তভাবে থাকি কেহ
তিরস্কার করিল আমায়—
নির্ব্বোধ চিতোর রাজ করি সম্বোধন ?

দৈব। নির্ব্বোধ চিতোর রাজ।

কুম্ভ। অহো ! আবার আবার সেই বাণী !
নির্ব্বোধ চিতোর রাজ ;

তার পর আরও কিছু
আছে বলিবার
না এই শেষ শুনি ?

[এক ছায়া পুরুষের আবির্ভাব]

ছায়া। নির্ব্বোধ চিতোর রাজ !
অপ্রাকৃত মীরা দেহ শুদ্ধ ভাবময়,
কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয় তাহে
আশৈশব কৃষ্ণদাসী মীরা।
রক্ত মাংস মনে কর যাহা
দেখেছ কি তাহে,
কোন দিন কামের উদ্রেক,
স্বসুখের স্থান ?
পতি তুমি, তব পদে
করে আত্মদান।
আত্মদান প্রেম—
প্রেম, স্বসুখ বাসনা ত্যাগ।
লাজময়ী আর্য্যনারী,

ভুল কথা, মিথ্যা অপবাদ !
মিথ্যা মিথ্যা শুধু প্রবঞ্চন !
মহাভাবে মহাপ্রেমে হইয়া বিভোরা
ঘরে ঘরে করে তারা
কামগন্ধ পরিশূন্য, রাধামন্ত্র উদ্‌যাপন
আত্মেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা তার নাম কাম,
ব্যভিচার শুধু ব্যভিচার !
রক্ত মাংস কামের আহার।
রমণীর দিক হ'তে নহে ' পরকীয়া '
পরকীয়া আদ্য রস রসের আধার
কৃষ্ণ দিক হ'তে।
কৃষ্ণ অন্তর্য্যামী
জানে পতিব্রতা এ রমণী,
তাই পরকীয়া নাম তার ;
নিগূঢ় কৃষ্ণের লীলা
জেনে শুনে তবু করে
পতিব্রতা রমণীরে
ছলে বলে আকর্ষণ।

পতি কোল ছাড়ি ছুটে যায় নারী
নিগূঢ় এ মনুষ্য ধরম।
ছুটে যায় কোথা তুমি
কোথা তুমি ব'লে ;
কেঁদে উঠে থাকে পতিকোলে।
সুস্বর বংশীর তানে,
শত তৃষ্ণা জাগে প্রাণে,
ছাড়ে নারী স্নেহ, গেহ, পরিজন ;
কৃষ্ণ দয়াময় দেখি নিরাশ্রয়
হাত ধরে আনি তারে
বলে কাণে কাণে,
রক্ত মাংসে নাহি সুখ
দুঃখ হ'তে মহা দুঃখ
স্বামীসঙ্গ
নপুংসক আয়ানের ছল ;
আনন্দের মাঝে নিরানন্দ,
অমৃতের মাঝে সুতীব্র গরল !
একবার মিশে

পরক্ষণে দূরে সরে যায় ;
মিশেনাক আর সহস্র চেষ্টায় ।
অল্পে নাহি সুখ,
অল্প—মহাদুঃখ !
ভূমানন্দ তাই প্রিয়তম
তাই নর নারী দিবা বিভাবরী
‘ কোথা ভূমা ’ ‘ কোথা ভূমা ’
করে অন্বেষণ ।
চিরস্থায়ী সুখ যাঃ তা
একমাত্র কৃষ্ণের সেবন,
কৃষ্ণ ভূমা কৃষ্ণ মহাজন ;
সর্ব্ব ঘটে কৃষ্ণ বিদ্যমান ।
কৃষ্ণ পতি কৃষ্ণ গতি
কৃষ্ণে কর অভিরতি,
অসম্ভব,
পতি দেখ কৃষ্ণের সমান ।
অসম্ভব,
সৎ গুরুর কর অন্বেষণ

এ জগতে আছে কত সাধু মহাজন।
তাও যদি অসম্ভব হয়,
প্রীতিকে স্থাপন করি
কর শেষ আকাঙ্খা পূরণ—
ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম
পরকীয়া এর নাম, শ্রেষ্ঠ সে সাধন।
না বুঝিয়া বৈষ্ণবের
শ্রেষ্ঠ উপদেশ,
নির্ব্বোধ চিতোর রাজ
অকারণ কটুকথা বলিলা মীরায়।
মীরা হ'তে মারোদেশ
হবে মধুময়!
বহু ভাগ্যে তুমি তার হয়েছ বল্লভ।

[ছায়াপুরুষের অন্তর্দ্ধান]

[মীরার প্রবেশ ও স্বামীকে প্রণাম]

মীরা। আসিয়াছে দাসী;
আসে নাই বহু দিন, ক্ষম অপরাধ!
পারেনাই সেবিতে চরণ।

কুম্ভ। কাটিয়া যাইবে দিন সুখে দুঃখে।
তুমি যাতে সুখী হও
তাই হ’ক মীরা
দেবতার অভিলাষ হউক পূরণ।
আজ হ’তে রাজ পথে হইবে কীর্ত্তন
দেবের আজ্ঞায়,
তুমি দেবি মধ্য কেন্দ্রে
থেক’ প্রাণ হ’য়ে;
চিতোর মহিষীরূপে ক’র প্রেম দান,
রাজা, প্রজা, ধনী, দুঃখী
যে আসিবে সেথা—
শুনিবে সে হরি গুণ গান;
হরিনাম হউক বিস্তার!
রাণাকুম্ভ করিবে না প্রতিবাদ আর।

(প্রস্থান)

—※—

তৃতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজপথ

[একদল বৈষ্ণবের সহিত গান গাহিতে২ মীরার প্রবেশ]

গীত।

মীরা। ক্ষণস্থায়ী সুখ লাগি
আর করিবনা আকিঞ্চন

বৈষ্ণবদল। আজ ভাঙ্গিয়াছে ঘুমঘোর
মোহঘোর
অচেতন হ'য়েছে চেতন।

মীরা। অনিত্যকে বুকে করি
ভুলিয়া ছিলাম হরি
ছি ছি মোরা লাজে মরি
বৃথা গেল এজীবন।

বৈষ্ণবদল। আজ ভাঙ্গিয়াছে ঘুমঘোর
মোহঘোর
অচেতন হ'য়েছে চেতন।

মীরা। ছেলে বেলা মিছে খেলা
খেলিয়াছি অনুক্ষণ
শৈশব হ'য়েছে গত
গত হয় এ যৌবন।

বৈষ্ণবদল। আজ-ভাঙ্গিয়াছে ঘুমঘোর
(ইত্যাদি)

মীরা। রক্ত মাংস বুকে করি
রক্ত মাংসে গড়াগড়ি
এস হেথা পরিহরি
যাই কামহীন বৃন্দাবন।

বৈষ্ণবদল। আজ ভাঙ্গিয়াছে ঘুমঘোর
(ইত্যাদি)

মীরা। সেথা গেলে জুড়াইবে
তাপিত জীবন
দিবে দরশন মদনমোহন !

বৈষ্ণবদল। আজ ভাঙ্গিয়াছে ঘুমঘোর
(ইত্যাদি)

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান]

(আকবর ও তানসেনের প্রবেশ)

আকবর। ওই কি সে ভক্তিদেবী?
যাঁহার দর্শনে আসয়াছি
দিল্লী সিংহাসন ছাড়ি, ছদ্মবেশে—
চিতোর প্রদেশে মোরা তানসেন?
এমন সুষমা, অপূর্ব্ব এ রূপরাশি—
দিল্লীশ্বর আকবর
পারেনাই ফুটাইতে এতদিন,
এত যত্নে নিজ অন্তঃপুরে!
নহে এ মানবী!
দেবী কোন শাপ ভ্রষ্টা হবে সুনিশ্চয়!
দেবী? তাই বা কেমনে বলি তানসেন?
যেই প্রেম যে আবেশ
দেখিতেছি এই দেহে,
নহে তা সম্ভব কভু দেবতা শরীরে!
একমাত্র নরদেহ যোগ্যাধার তার।
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, বিবর্ণতা,

গদগদ ভাষ,
লোমকূপে রক্তোদ্গম,
ব্রণ তাহে কদম্ব আকার,
শিথিলিত অস্থি সন্ধি,
দেখিয়াছি কিছু কিছু
বৃন্দাবনে নিজ চক্ষে —
রূপ সনাতনে,
গুরু তব হরিদাসে ;
শুনিয়াছি সাধু মুখে
যে অপূর্ব্ব ভাবাবেশ হয় হরিপ্রেমে,
সেই ভাবাবেশে একমাত্র
মানবেরই আছে অধিকার।
দেবতারা তাই ছাড়ি স্বর্গধাম,
নর বেশ নর বপু করিয়া ধারণ
আস্বাদন লাগি
অবতীর্ণ হন মর্ত্তধামে।
মীরা মীরা ধন্য তুমি
মীরব প্রসূন !

তানসেন। যা শুনেছি লোক মুখে
সত্য তাহা আজ দেখিনু প্রত্যক্ষ
নিজ চক্ষে নরনাথ!
কি অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর!
তাল, লয়, মান, সকলই অদ্ভুত!
সঙ্গীতের প্রাণ যাহা—
ভগবৎ আরাধনা
কিছুরই অভাব নাহি ইথে;
একাধারে মধুর মিশ্রণ!
সঙ্গীত শুনিলে মনে হয়—
ঊর্দ্ধ হ'তে কে যেন আসিছে নামি!
পদশব্দ কার শুনি যেন সোমে সোমে!
ধন্য নরনাথ,
ধন্য আজ শুনিলাম, তোমার প্রসাদে,
অপূর্ব্ব এ পুণ্য গীতি কর্ণরসায়ন!
ধন্য মোর মাতৃভূমি!
ধন্য আর্য্য দেশ!
এমন সঙ্গীত সুধা আছে কোথা আর?

মারবারপ্রসূন

কে বলে ঊষর ক্ষেত্র
পুণ্য মারবার!?
ফুটে যেথা এমন সৌন্দর্য্য—
তার মাঝে মধুর এ কলকণ্ঠ!
আর সেই কণ্ঠে সুধামাখা
মধুর এ হরিনাম।

আকবর। মনেপড়ে তানসেন
শুনিয়া এ সুমধুর গীত,
যেন আমি এক দিন
এই ভাবে এই মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
প্রেম অশ্রু দিয়ে
এমনি বিভোর হ'য়ে—
করিতাম হরি গুণগান!
স্বপনের মত যেন ক্ষীণ স্মৃতি তার,
হৃদয়ের এক প্রান্ত করি অধিকার—
ছিল অজানিত ভাবে অবস্থিত যাহা,
পবিত্র এ সঙ্গীত ঝঙ্কারে, আজ তাহা

দিতেছে জাগায়ে
কে যেন অন্তরে মোর।
মনে হয় আমি যেন আছি দাঁড়াইয়া
জীবনের রঙ্গভূমে,
হিন্দু মুসলমান, দুই ধর্ম্মে
করিবারে সমন্বয়!
হৃদয় গহ্বর দুই ভাগ মোর,
এক ভাগ বেদ মন্ত্রে ভরা,
অন্য ভাগে রেখেছি কোরাণ—
দুটি সহোদর দুই পার্শ্বে।
চল যাই মোরা ওই মন্দির প্রাঙ্গণে,
না আসিতে না আসিতে
জন কোলাহল,
সেইখানে বৈষ্ণবের বেশে
দেবী-পাদস্পর্শ করিব গ্রহণ
নিরজনে ডাকি তাঁরে।
দেখিয়াছি এ জীবনে অনেক সৌন্দর্য্য,
বিলাস বাসনা জাগাইয়া দেছে মনে,

কিন্তু এ সৌন্দর্য্য, অহো
স্নিগ্ধ সুশীতল !
মাতৃভাবে হৃদিক্ষেত্র করে অধিকার,
ইচ্ছা হয় মা বলিয়া
ধরি দু চরণ ।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য ।

গোপালের মন্দির প্রাঙ্গণ ।

(আকবর ও তানসেনের প্রবেশ)

আকবর । প্রণাম জননি ।
বহুদূর হ'তে যে উদ্দেশ্য নিয়ে
এসেছি হেথায় আজ, হয়েছে সফল,
দেখিয়াছি শ্রীচরণ
শুনিয়াছি সুপবিত্র সঙ্গীত তোমার,
জননি গো মন প্রাণ হয়েছে নির্ম্মল ।

বুঝিয়াছি হরি প্রেম
জগতের সার, শুষ্ক মারবার
হইবে সরস,
প্রেম বন্যা আসিছে নামিয়া
মা তোর কৃপায়।

মীরা। অতি দীন অতি দীন মূর্খ নারী আমি
বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ সম্বল আমার।

আকবর। মাতঃ লহ এই আশীর্ব্বাদ
হস্ত পাতি লহ ইহা। (মালা প্রদান)

মীরা। বৈষ্ণবের দান মহাপ্রসাদ নাম
মহাপ্রসাদ শিরে ধরি ?

আকবর। যথেচ্ছা জননি ;
দেখা হবে পুনরায়, বিদায় মা আজ।

(আকবার ও তানসেনের প্রস্থান)

মীরার বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ;
গোপালের জন্য পুরোহিতকে ফুলমালা
প্রদান, ও গান গাহিতে ২ প্রস্থান
মস্তক হইতে মুক্তামালা পতন।

গীত।

(ও) হরি নামের এমনি মহিমা
পাষাণী মানবী হয়
নৌকা হয় সোণা,
অজামিল বৈকুণ্ঠে যায়
চক্ষু পায় কাণা
(নামে) পাপী তাপী তরে গেল
(ও) বাকী কেউ ত রবেনা॥

—*—

(কুম্ভের প্রবেশ)

[মুকুতা মালা হস্তে রাণা একাকী]

কুম্ভ। উজ্জ্বল এ মুকুতার হার
গেল পড়ে কণ্ঠ হ'তে নাহি দৃষ্টিপাত
বেশ কথা!

কিন্তু দিলে কোন জন ?
কত লোক আসে যায়,
কে করিল বহু মূল্য দান !
কেন দিলে ?
সঙ্গীত শ্রবণে না রূপের খাতিরে ?
শুধু রূপ—না আরও কিছু আছে তলে ?
মানিলাম অপ্রাকৃত ভাবময়দেহ.
কিন্তু লোভ কেন ?
—হাত পাতি করেছে গ্রহণ
মুখো মুখী হ'য়ে,
স্মিত মুখে উভয়ের—
পীনোন্নত পয়োধরা নবীন যৌবনা
সুন্দরী রমণী একদিকে,
অন্য দিকে কে সে—
আসিছে জহুরী,
কি বলে তাহারা শুনি দেখি
ডাকি ইসারায় ।

(ঈঙ্গীত করিয়া ডাকা.)

দুই জন জহুরীর প্রবেশ ও প্রণাম

১ম। অন্নদাতা!

কুম্ভ। দেখ দেখি কত মূল্য হ'তে পারে এর

[উভয়ে হার বারম্বার দেখিয়া ও চুপি ২ পরামর্শ করিয়া]

১ম। ন্যূন সংখ্যা দশ লক্ষ টাকা
মূল্যবান এই হার!

২য়। যোধপুর, জয়পুর, কোটা, বিকানীর,
আবলার, কৃষ্ণগড়, বুন্দি, উদিপুর,
চিতোর ভাণ্ডার তব
আর যশলমীর,
কোথাও না হেরি জ্যোতি
এমন মধুর।

১ম। দিল্লীশ্বর (রাণার মুখের বিরক্তি)
ভিন্ন ইহা নাহি কোন স্থানে,
দিল্লীশ্বর দেন যদি আসিবে এখানে।

কুম্ভ। ঠিক কথা ?

২য়। ঠিক কথা নাহিক সন্দেহ।

কুম্ভ। লহ এই পুরস্কার,
দেখ এই কথা কোনস্থানে
কোনরূপে না হয় প্রকাশ।
উভয়ে। অন্নদাতা, প্রণাম প্রণাম।

(প্রস্থান)

কুম্ভ।

দশ লক্ষ টাকা মূল্যবান হার
দেছে পুরস্কার একটি সঙ্গীত শুনি!
হস্তে হস্তে নিরজনে আদান প্রদান!
দিল্লীশ্বর একদিকে ধরি ছদ্মবেশ—
অন্য দিকে কুম্ভপত্নী,—
মধ্যে মুক্তাহার ;
বাঃ বেশ !
নিরজনে মিলন দোঁহার !

লক্ষাধিক আরও গেছে
উৎকোচ প্রদানে,
বেশ বাদশাহ্ !
চিতোর লইতে বীরের মতন
তরবারি হ'য়েছে অভাব,
চোরের মতন তাই
চিতোরের অন্তঃপুরে করিয়া প্রবেশ —
ছদ্মবেশে,
পীনোন্নত পয়োধরোপরি
অমূল্য মুক্তার মালা —
বিজয় নিশান করেছ স্থাপন ;
ইথে নাহি রক্তপাত,
অসির ঝঙ্কার,
তুরগের হ্রেসারব, হস্তীর চীৎকার,
কোটী মুদ্রা অপব্যয় সৈন্যের চালনে
দশ লক্ষে সব শেষ—
চিতোরের কুললক্ষ্মী লোভে পদানত !
দরিদ্রের মেয়ে

যার দশ লক্ষ টাকার অধিক,
দরিদ্র বেচারা পারে কি ছাড়িতে !
দশ লক্ষ টাকা সতীত্বের দাম !
উচ্চপণ ইহা হ'তে পায়নাই কেহ
পেয়েছে যা চিতোর মহিষী ।
ধন্য মীরাবাই !
ব্যভিচার ইতিহাসে
প্রথমেই তব নাম হইবে স্থাপিত ।
সৌন্দর্য্য, কলকণ্ঠ, নবীন যৌবন,
স্বাধীনতা, চিতোরের স্বর্ণ সিংহাসন,
কি চাহে রমণী আর—
অতঃপর উচ্চ অভিলাষ অবশ্যই তার
দিল্লীশ্বর ছদ্মবেশে প্রণয় করিবে ভিক্ষা
করে কর করিয়া স্থাপন ।
তারপর তারপর আর পারিনা ভাবিতে
মস্তক ঘুরিয়া আসে—
পীনোন্নত পয়োধরোপরি
পরাইয়া দেছে মুক্তার হার

নিজহস্তে—
আর্য্য নারী কি দুর্গতি তোর !
উঃ বুক ফেটে যায় !
নিজ হস্তে বিষ তরু করেছি রোপণ,
দরিদ্রের গৃহ হ'তে এনেছি কুড়ায়ে
অন্নক্লিষ্ট দরিদ্র রমণী।
নিজ হস্তে লেপিয়াছি কলঙ্কের কালি
চিতোরের রাজ কুলে;
নিজ হস্তে স্বাধীনতা করেছি প্রদান,
সৌন্দর্য্য ভিখারী
শত শত আকাঙ্খিত জনে
করেছি আহ্বান,
দেখিবে তাহারা
পিপাসার্ত্ত রমণীর রমণীয় বদন মণ্ডল
হরিপ্রেম হরি ভক্তি দুর্ল্লভ জগতে,
কয় জন বুঝে তাহা ? বুঝে নাক ব'লে
হরিপ্রেমে তাই এত ব্যভিচার !
হরিনামে হতেছে কীর্ত্তন

হয় অভিনয়—
নর নারী পরস্পর মুখপানে চায়,
বিলাস বাসনা জাগে মনে
জপ, তপ, ধ্যান, সব দূরে যায়
হরিধ্বনি প্রহরীর মত দূর হ'তে
করয়ে চীৎকার জাগ জাগ মিছামিছি,
জাগিলেও সে স্বপন ভাঙ্গে না জীবনে।
যদিও কলঙ্ক কালি করেছি অর্পণ
অকলঙ্ক চিতোরের নামে,
তবু আছে একটী সান্ত্বনা—
হরিনাম হইবে প্রচার,
যেই মাত্র বুঝায়েছে কলঙ্কিনী
সেইমাত্র রাক্ষসীরে উন্মুক্ত করেছি দ্বার।
কিন্তু হরি—কেন এ বিপদ
কেন এই অপমান আনি দিলে
চিতোরের নামে!
জানি আমি ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর,
আজ আছি কাল নাই—

কত এল কত গেল এই সিংহাসনে
কিন্তু চিতোরের নাম,
উজ্জ্বল এ সিংহাসন,
স্বদেশের—চিতোরের সমুজ্জ্বল ইতিহাস
অনিত্যের মাঝে নিত্য বস্তু ;—
প্রহরী আমরা,
সব পারি দিতে বিসর্জ্জন—
ধন, রত্ন, সুখ, নিজ প্রাণ,
অকাতরে—তুচ্ছ সব !
কিন্তু অকলঙ্ক চিতোরের নাম,—
তার মাঝে চিতোরের বীর আর্য্য নারী
ঝাঁপ দিয়ে অগ্নিকুণ্ডে
সতীধর্ম্ম ক'রেছে রক্ষণ—
যেই মনে পড়ে
উঃ ! মস্তক ঘুরিয়া আসে !
সেই বংশে পত্নী মম
ধনলোভে যবনের দাসী !
ধিক্ রমণীর ভূষণ লালসা !

ধিক্ কুম্ভ শত ধিক্ তোরে !
শত ধিক্ জীবনে তোমার
এখনও সে পাপীয়সী—ভ্রষ্টা নারী
রেখেছিস্ উজ্জ্বল পবিত্র পুরে !
মুখ খানা দেখিতে সুন্দর
তাই—তাই—
দাও বলিদান কে আছ কোথায়
আন অসি খরসান,
চাই রক্ত হৃৎপিণ্ড হ'তে তার—
যবনের মূর্ত্তি যেথা রয়েছে লুকান ।
পাপীয়সি কোথা পাপীয়সি,
(বেগে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

গিরিধারী মন্দির

ধ্যানমগ্ন মীরা উপবিষ্টা

(কোষমুক্ত তরবারি হস্তে কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ । ধ্যানমগ্ন ? সব কপটতা !

দৈববাণী। "নির্ব্বোধ চিতোর রাজ"

কুম্ভ। আবার আবার সেই বাণী!

দৈব। "অচ্ছেদ্য অভেদ্য মীরা"

কুম্ভ। অচ্ছেদ্য অভেদ্য মানবাত্মা?

শাস্ত্র বাক্য নাহি অবিশ্বাস,

কিন্তু যবন আশ্রিতা হিন্দু পত্নী

দেহ তার অচ্ছেদ্য অভেদ্য

বলে যদি দৈব বাণী

মনে করি সেই বাণী বলিছে পিশাচ!

অচ্ছেদ্য অভেদ্য নরদেহ—

সত্য কিনা এইবার হইবে পরীক্ষা।

যবনাশ্রিতা কুলকলঙ্কিনী

হিন্দুপত্নী শাস্তি তার এই—

ধ্যান মগ্ন মীরার মস্তকে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত
খড়্গ শূন্যে প্রস্থান

অচ্ছেদ্য সে বেশ কথা!

খড়্গাঘাত নাহি করি শিরে

অন্য পথ করিব গ্রহণ;
জীবন্ত সর্পের মুখে করিব স্থাপন,
তাহে যদি নাহি মরে
দিব বিষ করিতে ভোজন,
তাহে যদি নাহি মরে
মৃত্যু হ'তে রমণীর অধিক মরণ—
সপত্নী আনিব গৃহে।
চিতোরের নাম, সব হ'তে প্রিয়তম মোর
স্বদেশ সৌন্দর্য্যে, যে সৌন্দর্য্য
তার কাছে
প্রফুল্ল কমল মীরা কোন ছার!

(প্রস্থান)

ধ্যান ভঙ্গে মীরার ভজন সঙ্গীত।

* মীরা কো প্রভু সাঁচি দাসী বানাও,
ঝুটে ধন্ধো সে মেরা ফন্দা ছুড়াও।
লুটেহী লেতে হৈ বিবেক কা ডেরা
বুধিবল যদপি করুঁ বহু তেরা

হায় রাম নহিঁ কছু বশ মেরা
মরতী হুঁ বিবশ—প্রভু ধাও ধাও ধাও
ধর্ম্মোপ্রদেশ নিত প্রতি সুনতী হুঁ
মন কুচাল সে ভী ডরতী হুঁ
সদা সাধু সেবা করতী হুঁ
স্মরণ ধ্যান মে চিত্ত ধরতী হুঁ
মুক্তিমার্গ দাসী কো দেখাও।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

পূর্ণিমা রজনী

[পর্ব্বতসানুদেশে নির্ঝরণী পার্শ্বে একাকী হরমোহন]

হর। বিষাদিত প্রাণে তুমি
কেন ঢাল জ্যোতিকণা?
কেন আন ভালবাসা?
ঘৃণিতে না কর ঘৃণা?
আমি যে লুকাতে চাই
আলোহীন অন্ধকারে;
তুমি কেন লয়ে যাও
জ্যোতি হ'তে জ্যোতি পারে!
এত আলো, এত আশা,
ক্ষুদ্র হৃদে কত ধরি?
চির উপবাসী আমি,
অতিরিক্তে প্রাণে মরি!

দ্বিতীয়ার চন্দ্র যথা,
স্ফুটতর দিন দিন,
তেমতি ও চন্দ্রমায়,
হৃদি মাঝে কর লীন!
চকোরের মত আমি.
ঘুরে ফিরে যাব কাছে;
একটী অমৃতধারা
তাই প্রাণে ভরে আছে!
অমৃতের উৎস তিনি,
আমি ক্ষুদ্র অণুকণা;
মধুতে মগন হ'লে
বাঁচিব না বাঁচিব না!

গীত।

মধু! মধু! সব মধু!
সব মধু ভরা!
যে দিকেতে চাই সব মধুময়
মধু দিয়ে সব গড়া!

এত মধু কোথা হ'তে এল,
মৃত প্রাণে কে অমৃত ঢেলেদিল
তুমি গুরু তুমি ছাড়া ?
প্রেমের যমুনা বহেছে উজান,
থামিয়াছে ঝড় কামের তুফান,
এইবার যাই, যদি প্রাণে পাই
তোমার করুণা ধারা !
(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

রাজপ্রাসাদ—কক্ষ ।

দুইখানি পত্র হস্তে মীরা ও অদূরে ব্রাহ্মণ দূত দণ্ডায়মান
মীরার স্বামীর লিখিত পত্রখানি বক্ষে ধারণ করিয়া
নিজ লিখিত পত্রখানি পাঠ।

(মীরা স্বগত)

" সপত্নী আনিব গৃহে,
চিতোরের রাজ্য ছাড়ি—
দূরে তুমি করিও প্রস্থান " ?
সত্যই কি এই পত্র তোমরই লিখন ?

স্বামিন্ ! স্বামিন্ ! প্রভো—প্রিয়তম !
জাননাকি দিছি উপহার—
তোমার চরণ প্রান্তে এই দেহ ?
যাতে তুমি সুখী হও তাই কর নাথ,
দাসী তাহে করিবে না
কোন প্রতিবাদ ;—
জীবন্ত সর্পের মুখে করিলে স্থাপন,
হলাহল পাঠাইলে করিতে ভক্ষণ,
কৃষ্ণের কৃপায় প্রাণ নাহি যায়,
কিন্তু কোনদিনদেখেছ কি বিষণ্ণ বদন?
ভেবেছিনু মনে,
মন প্রাণ করি সমর্পণ
তোমারে করিব পূজা ;—
বসাইব হৃদয় আগারে
তোমারই ও দেব মূর্ত্তি,
দিব ফুল চরণে তোমার ;
কিন্তু—মীরা অভাগিনী,
শত তৃষা জাগে হৃদে তার,

সামান্য রমণী আকুল সে
পারে না রাখিতে কুল আর !
আমি দূরে গেলে চিতোরের মান
যদি রক্ষা হয় নরনাথ,
চিতোর মহিষী আমি
স্বদেশের হিত লাগি দিব আত্ম বলিদান
অম্লান বদনে ;—
নারী জন্ম সার্থক হইবে,
পতির আদেশ, স্বদেশ গৌরব
দুই সিদ্ধ হবে ।
" সপত্নীতে " নাহি দুঃখ,
হিন্দু নারী যে যেখানে আছে
সেত সহোদরা মোর !
এত দিন করিনাই কারও উপকার,
একটী রমণী হয় যদি সুখী আমাহ'তে
শুধু দূরে যাওয়া কেন
দিতে পারি প্রাণ—
প্রাণনাথ, অকাতরে বিসর্জ্জন !

(প্রকাশ্যে) এই নিন পত্র মহাশয়,
গোপনে দিবেন তাঁরে
জানাইয়া অভাগীর অশেষ বিনয়।

ব্রাহ্মণ। যাহা বাঞ্ছা মাতঃ
করিব তা সমাধান।

মীরা। কেন আর দাঁড়াইয়া
আছেন আপনি ?
কহ কহ মহাশয়,
আদেশ কি আছে তাঁর
দেখিবারে চরণ দুখানি
পতি দেবতার ? (অশ্রু মুছিতে ২)
শেষ দেখা, শেষ পূজা, শেষ অশ্রুধার,
না আসিতে এ জীবনে আঁধার রজনী,

ব্রাহ্মণ। নাহি মাতঃ এমন আদেশ।
নয়নে নিরখি নিরবাণ

চিতোরের উজ্জ্বল আলোক,
যাব ফিরে, জানাইব মহারাজে—
দুর্ভাগ্য আমার—স্নেহময়ী জননীর
আত্ম বলিদান।
প্রজা আমি রাজাদেশ অবশ্য পালিব;
তার পর তার পর জননি আমার
এই ভিক্ষা—এই অনুরোধ
সঙ্গে নিও অভাগা সন্তানে,
সঙ্গে নিও চিতোরের
যে আছে যেখানে,
নিষ্ঠুর এ দগ্ধ দেশ করি পরিত্যাগ
যাব মোরা প্রজাবৃন্দ জননীকে লয়ে,
দূরে—অতি দূরে—বনভূমে
হরিনামে বসাব নগর,
প্রেমে ভোরা পাগলিনি হবে রাণী
তুমি মা মোদের;
হরিনামে কাটাব জীবন, সুখে মাতৃছায়।
কে রহিবে জননি গো

নিরানন্দ এই পুরে,
হরিনাম শূন্য এ মহা শ্মশানে ?
এ হেন আনন্দময়ী জননীরে মোর
দিয়ে বিসর্জ্জন ! (ক্রন্দন)

মীরা । অদৃষ্ট আমার দোষী,
কেন দোষ মহারাজে ?
এস বাছা সঙ্গে মোর,
শুভ কার্য্যে ক'রনা ক্রন্দন,
খোল গিয়ে মন্দিরের দ্বোর
বারেক গোপালে মোর করিব দর্শন ।
(উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ঝালবার রাজপ্রাসাদ—উদ্যান।

ঝালবার রাজকুমারী চন্দ্রাবাইয়ের এক বৃন্তে
দুইটী ফুল হস্তে করিয়া প্রবেশ ।

চন্দ্রা । দুটী ফুল পাশাপাশি

হাসিছে মধুর হাসি
এক বৃন্তে পরস্পরে ধরেছে অাঁটিয়া,
হৃদয় একত্র করি মোহন মুরতি ধরি,
আলাপিছে প্রেমালাপ
হেলিয়া দুলিয়া।
অন্তর খুলিয়া দোঁহে
এ উহার মুখ চেয়ে
মধুর সৌরভ রাশি করে বিনিময়;—
তুলনা করিতে যেন আপন আপন গুণ
উভয়ের মুখ চাহি বিস্মিত উভয়।

ফুল চুম্বন করিয়া বক্ষে স্থাপন

(পা টিপিয়া ২ নর্ম্মদা ও যমুনার প্রবেশ)

চন্দ্রা। (অপ্রস্তুত ভাবে ফুল লইয়া)

দেখ সখি কেমন সুন্দর!
নর্ম্মদা যমুনা যেন এক প্রাণ এক মন
প্রেমালাপ করে পরস্পর।

যমুনা। নর্ম্মদা যমুনা নহে,
নদী তারা থাকে দূরে দূরে ;

নর্ম্মদা। মন্দার কুমার যেন
সখি তোকে বুকে ক'রে।

চন্দ্রা। নিজের মনের ভাব।

যমুনা। আসিছেন মন্দার কুমার,

নর্ম্মদা। তাঁরই দ্বারা হইবে বিচার
কাহার মনের ভাব।
(মন্দার কুমারের প্রবেশ)

যমুনা। আর বেশী দিন নাহি ব্যবধান,
এমনি করিয়া সখা
দুটি ফুলে হবে দেখা—
হৃদয়ে হৃদয়ে হবে আদান প্রদান।

নর্ম্মদা। একদিকে দাঁড়াইবে মন্দার কুমার

অন্য দিকে চন্দ্রা—

[চন্দ্রার নর্ম্মদাকে প্রহার]

উহুঃ উহুঃ একি মার!

দোহাই বিচার!

মন্দার। বিচারকই যদি হ'তে হয়

এই মারামারি করিব বিচার,

নিজ চক্ষে দেখিয়াছি সব

নর্ম্মদাকে করিতে প্রহার।

যমুনা। আমি আজ হইব উকীল।

মন্দার। বেশ কথা, দুজনেরই মত?

চন্দ্রা ও নর্ম্মদা।

দুজনেরই মত।

যমুনা। নর্ম্মদা বলেছে যাহা বল তাহা

মন্দার। বল তাহা।

যমুনা। এক দিকে দাঁড়াইবে মন্দার কুমার,
অন্য দিকে ? চন্দ্রা—তার পর যার—
বিচারক যিনি ধর্ম্ম অবতার,
শুধাই সে বিচারকে
সত্য কি না এই কথা ?

মন্দার। সত্য।

যমুনা। এক দিকে দাঁড়াইবে মন্দার কুমার,
অন্য দিকে ?

চন্দ্রা। চন্দ্রা—
(সকলের উচ্চ হাস্য)

কথা হয় নাই শেষ মোর,
চন্দ্রা কি নর্ম্মদা ?

নর্ম্মদা। আর চন্দ্রা কি নর্ম্মদা !
নিজ মুখে আজ চন্দ্রা পড়িয়াছ ধরা,
নিজ মুখে মনোভাব করেছ স্বীকার,

শঙ্খধ্বনি দিয়ে কথা করিব প্রচার ;
মিছামিছি কেন সখি আর দেরী করা,
যমুনে দেত ঐ শাঁক !

(শঙ্খ বাদন)

চন্দ্রা। আসিছেন পিতা শঙ্খধ্বনি শুনি,
নর্ম্মদাই যত গোল জানে ভাই।

যমুনা। আজ আমি ওকে করিব বিদায়

(নর্ম্মদাকে মারিবারছলে তাহার পশ্চাত ২ ছুটিয়া প্রস্থান)

চন্দ্রা (বক্ষ হইতে ফুল লইয়া মন্দারের হস্তে প্রদান করিয়া)

লহ, ইহা ধর বুকে রাখিও আদরে
শুকালেও দয়া কর—ফেলনাক' দূরে।

মন্দার। দেবি নিজ হস্তে দাও পরাইয়া।

(ফুল মন্দারের বক্ষে স্থাপন, নেপথ্যে হাস্য)

চন্দ্রা। দাঁড়া দুষ্ট — দাঁড়াত রাক্ষসি !

(চন্দ্রার ছুটিয়া প্রস্থান ও মন্দারের পশ্চাতে ২ প্রস্থান)

(ঝালবার রাজের প্রবেশ)

ঝালবার।

বুঝিয়াছি সে পতঙ্গ করেছে প্রবেশ
বালিকার হৃদয়ে আমার ;
প্রজাপতি হ'য়ে যাহা
ফুলে ফুলে ঘুরে—
এ পরাগে সে পরাগে করে একাকার।
পতঙ্গের নাহি আছে
যোগ্যাযোগ্য জ্ঞান,
কাছাকাছি যাহা পায় তাহাতেই বসে
সে কি বুঝে ঝালবার
কি তার সম্মান ? সে কি বুঝে
সাজে না এ মন্দারের পাশে ?
মহিষীর বড় সাধ
এ দুটী কুসুম—
এক সঙ্গে ফুটিয়াছে এক সঙ্গে থাকে,
পালন করেছে তারে কত স্নেহ দিয়া
অশৈশব মাতৃহীন মন্দার বালকে।

কিন্তু করি কি উপায় —
ঝালবার কুল লক্ষ্মী হবে ম্রিয়মাণ
মন্দারের কুলে কন্যা করিলে প্রদান।
মহিষীর মনোসাধ বটে ইহা,
চন্দ্রাও বুঝেছি তাই চায়—
কিন্তু ঝালবার কুল লক্ষ্মী
কে মা আছে তোর কাছে ?
কে তব সমান ?
তুমি চাহ যাহা
অবশ্যই তাহা হবে সমাধান।
চিতোর অধিপ রাণা কুম্ভ,
শুনিতেছি চাহেন আবার
করিতে বিবাহ—
করিছেন কন্যার সন্ধান ;
গোপনেতে জানাইব অভিপ্রায় মোর,
ক্ষত্রিয়ের নাহি দোষ কন্যার হরণে।
বেশ কথা, এখনই পাঠাব দূত
পত্র সহ চিতোর নগরে ;—

বিবাহের আর
চারি দিন আছে মাত্র ব্যবধান।
দূত! দূত!

(দূতের প্রবেশ ও প্রণাম)

অন্নদাতা।

ঝাল। লহ পত্র যাও দূত চিতোর নগর,
দ্রুতগতি অশ্বে এক করি আরোহণ,
গোপনেতে দিবে পত্র রাণার চরণ—
পরশ্ব প্রভাতে এর চাই প্রত্যুত্তর।

দূত। যাহা আজ্ঞা অন্নদাতা।
যায় যদি প্রাণ করিব তা সমাধান—
পরশ্ব আসিব ফিরে।
(প্রণাম ও উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

পর্ব্বতপার্শ্বে বনভূমে
মীরার স্থাপিত হরিপুর গ্রাম
(নির্ঝরিণী পার্শ্বে ধ্যানমগ্ন মীরা)
[হরমোহনের প্রবেশ]

হর। এই কি সে বনভূম পর্ব্বত প্রান্তর ?
এই কি সে হরিপুর পবিত্র নগর ?
ওই কিসে পুণ্যাশ্রম বৈষ্ণব নিবাস ?
ওই নির্ঝরিণী ধারে থাকে কি সে
আলো করে ?
ধ্যান নিমিলীত নেত্রে
সৌন্দর্য্যের অনন্ত বিকাশ !
ঠিক তাই বসে আছে !
ওই ত নির্ঝর পাশে, একাকিনী ?
না না হ'তেছে কীর্ত্তন !
সৌন্দর্য্যের পাশে অমৃতের উৎস—
মরি মরি কি গম্ভীর প্রসন্ন বদন !

চরণ রে হও অগ্রসর,
কাঁপিও না দুর্ব্বল অন্তর,
কাঁপিও না হও স্থির হরিনামে বাঁধ বল,
ও জ্যোস্না স্নিগ্ধ সুশীতল।
যার চিত্র বুকে ক'রে
ঘুরিয়াছি এত দিন,
সেই মীরা সেই দেবী
সেই কল্পনার ছবি,
মোহন রে, আজ তোর সম্মুখীন!
হরি বোল হরি বোল
(মীরার ধ্যান ভঙ্গ)
মীরা মীরা জননি জননি!
[মীরার পদতলে পতন ও মূর্চ্ছা]
[মীরার শিষ্য দিগের প্রবেশ]
মীরা। বাঙ্গালী বৈষ্ণব ইনি—
যতক্ষণ না হয় চেতন,
ঘিরিয়া এ মহাজনে
কর সবে সংকীর্ত্তন।

মা বলিয়া ডেকেছেন মোরে-
বসি আমি কোলে করে,
কর এঁরে সুধীরে ব্যজন।

গীত

শিষ্যগণ। শুষ্ক পিপাসিত কণ্ঠে
ঢাল হে বরিষধারা,
শত ভগ্ন তরি হেথা, শত পোত পথহারা।
শত শুষ্ক তরু চাহে ঊর্দ্ধ পানে
শত চাতকিনী ডাকে ব্যাকুলিত প্রাণে
শ্যাম নব ঘন তুমি দয়া ঘন
করে দয়া দাও দাও সাড়া

পঞ্চম দৃশ্য

ঝালবার রাজপ্রাসাদ—অন্তঃপুর।

[এক দল রমণীর গান গাহিতে ২ প্রবেশ]

আজ চন্দ্রার বে,
তোরা উলুধ্বনি দে

কিন্‌গে গিয়ে সোনার তার
গাঁথগে গিয়ে ফুলের হার
কেশরঞ্জন মাথায় মেখে
খোঁপা বেঁধে নে
ঢাকাই শাড়ি বড় ভারী
প'রতে মোরা নাহি পারি
গাউন সামিজ বিবিয়ানা
তুলে রেখে দে।
হাওয়ার কাপড় ফর্দ্দা ফাঁপর
জড়্‌য়ে সড়্‌য়ে নে।
মন মজান চুরি হাতে
তরল আলতা লাগ্‌য়ে পাতে
চল চল চল উঠগে ছাতে
জামাই এসেছে।
নাইক সেথা ক্ষুদিরাম ছেচকি পোড়া মুখ খান
হাড় জ্বালান প্রাণ জ্বালান সে।
নাইক সেথা দেবর ভাসুর
নাইক সেথা হোঁৎকা শ্বশুর

উকি ঝুকি দেখ না চেয়ে
কোথায় আছে কে। (প্রস্থান)

চন্দ্রা যমুনা ও নর্ম্মদার (প্রবেশ)

চন্দ্রা। কেন সখি আজ মোর
ডান চক্ষু করিছে স্পন্দন ?
কেন আজ মনে হয়, যেন কি বিপদ ভয়
কে কোথায় রেখেছে গোপন !
যাও সখি শীঘ্র যাও—
ঐ শুন অস্ত্রের ঝঙ্কার !
[সকলের দ্রুত প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

রক্তাক্ত দেহে মন্দার কুমারের প্রবেশ
পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে রাণা কুম্ভ।
(চন্দ্রার প্রবেশ)

চন্দ্রা। একি! একি! রুধিরাক্ত মন্দার কুমার!

মন্দার। দেবি—দে—বি— (মূর্চ্ছা)

চন্দ্রা। প্রিয়তম প্রিয়তম!

একি! ওকে অশ্ব পৃষ্ঠে?

দাও দাও তরবারি—

(মন্দার কুমারের নিকট হইতে তরবারি লইয়া)

কে তুমি পামর নরহন্তা?

কুকর্ম্মের লহ পুরস্কার!

কুম্ভ। চাহিনাক অসি যুদ্ধ।

চন্দ্রা। দস্যু তুমি? লহ এই রতন ভূষণ।

যাও ফিরে যাই হেরি মন্দার কুমার।

কুম্ভ। (পথ আগুলিয়া)

দস্যু নহি, চাহি নাক রতন ভূষণ;—

চাহি আলিঙ্গন।

চন্দ্রা। বুঝিয়াছি পরনারী অপহারী!

নৃশংস পামর,—

জাননাকি-ঝালবার রমণী

জানে আত্ম বলিদান?

এই লহ শব দেহ—

নিজ বক্ষে তরবারির আঘাতের চেষ্টা, রাণার
নিজ তরবারির দ্বারা তাহার রোধ এবং
চন্দ্রার মুখবন্ধন পূর্ব্বক অশ্ব পৃষ্ঠে
উঠাইয়া

কুম্ভ। এখনি জাগিবে ওই মন্দার কুমার ;
না আসিতে করি পলায়ন,
অসি যুদ্ধে জয় অনিশ্চয়—
না বাঁচিলে মিথ্যা পরিশ্রম।
মৃত্যু হ'তে মৃত্যু—পরাজয় !

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

সান্ধ্য পূর্ণিমা

ঝালবন প্রাসাদের সম্মুখস্থ রাজপথ

(হরমোহনের প্রবেশ)

হরমোহন।

আজ বড় উৎসবের দিন—
আনন্দে ভরিয়া গেছে প্রাণ !
নাহি শোক, নাহি তাপ,
নাহি অভিমান,
তাই আজ নাহি মুখ বিষাদে মলিন
যে যেখানে ছিল আপনার,
সকলেই আসিয়াছে আজ ;
তমোময় হৃদয়ের খুলেছে ছুয়ার,
বাহ্যিক অন্তর তাই সব একাকার।
যার পানে চেয়ে দেখি,
মধুর মুরতি তার ;

কে যেন নিয়েছে খুলে হৃদয়ের দুখভার,
বালক বালিকা তারা করিছে মধুর গান,
বনের বিহগ যেন খুলিয়া দিয়াছে প্রাণ,
ফুল গুলি ফুটিয়াছে
আকাশে জ্বলিছে তারা ;
ঢালিয়া দিতেছে চাঁদ
হৃদয়ে আনন্দ ধারা।
যারে ভাল বাসিনাই
সেও আজ হ'য়েছে আপন ;
যাহা কভু বুঝিনাই
তাও আজ বুঝিতেছে মন।
ধূলিকণা তাহারাও পেয়েছে আদর ;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা,
হৃদয় মন্দিরে আজ
প্রেমালাপ করে পরস্পর।
যে আজ সুমুখে আসে
সেই আজ বড়ই স্বজন ;
বুকের ভিতরে তারে

রাখিবারে—আবেগে উন্মত্ত হয় মন।
এই বুক এত ক্ষুদ্র মনে হয় জগতের গেহ,
বাহিরেতে এত দিন ঘুরিয়াছে যারা
আজ তারা ফিরিবে না কেহ।
আয় তোরা আয় রে জগৎ!
প্রাণভোরে করি আলিঙ্গন;
চির দিন দূরে দূরে ফিরে
থাকিবিরে পরের মতন!
ভাল ক'রে পাইনি দেখিতে
অন্ধকারে তোদের ও মুখ;
তাই আজ ডাকি সমাদরে
পেতে দিই অতি ক্ষুদ্র বুক।
আজ আমি পাইয়াছি প্রাণ যাহা চায়,
তাই আজ তোমাদিগে চিনিয়াছি ভাই,
তোমরা যাহার কোলে রয়েছ বসিয়ে
সেই সে করুণ কোলে
অহো কি আনন্দ আজ!
আমিও—আমিও শুয়ে।

গীত।

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কৈ
জাকে শির মোর মুকুট মেরো পতি সোই
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা নহি কোই
ছাড় দই কুল কি কান কয়া করেগা কোই

(কুম্ভ নেপথ্যে)
কে করে সঙ্গীত ? এমন মধুর ধ্বনি—
বহু দিন নাহি শুনি,
গীত যেন তাহাই রচিত !
(দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া)
কুম্ভ। তুমিই কি করিছ সঙ্গীত ?
এস এই পুষ্পোদ্যানে
চল বসি ওই খানে.
এই গীত কাহার রচিত ?
(উভয়ের ভিতরে প্রবেশ ও উপবেশন)
হরমোহন। (প্রণাম করিয়া)
মহারাণী মীরা মোদের জননী

তাঁরই এই গান,—
পেয়েছি আদেশ বিলাইতে হরিনাম ;
নর নারী শিষ্য সংখ্যা নাহি আছেআর
এ অধম দীনহীন একজন তাঁর ।

কুম্ভ । কোথা তিনি ?

হর । দূরে—অতি দূরে—বনভূমে ।
হরিনামে হয়েছে নগর,
রাণী তিনি আমরা কিঙ্কর ।
দেবতা তাঁহার—হরি পতি
দুটি কথা—চারিটী অক্ষর—
প্রতি রমণীর বুকের উপর
দেছেন লিখিয়া ;
তাঁরও হৃদয়ে ওই নাম,—
মন্দিরেও ওই নাম—
স্বর্ণ সিংহাশনে—স্বর্ণাক্ষরে লেখা—
স্বর্ণের ফলকে ।
পুরুষের বুকে হরিপতি এক সঙ্গে লেখা

বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ উপাসনা—
সখীভাবে ;
কীর্ত্তনের ছলে অশ্রুজলে
পূজা হয় তাঁর।

কুম্ভ। বাঙ্গালী আপনি ?

হর। হতভাগ্য সেই দেশ বাসী।

কুম্ভ। হতভাগ্য কেন আছে কোন ইতিহাস ?

হর। এসেছিনু দেশ পর্যটন হেতু ;—
শুনিয়া মায়ের অসামান্য রূপ,
এক দিন গিয়াছিনু
কাম ভাবে দেখিতে তাঁহারে
পিতৃ গৃহে—সামন্ত ভবনে ;
বেশ ভুষা সাজ সজ্জা করিয়া যতনে,
ভেবেছিনু মনে, হয় যদি চোখ চোখি
ভুলাইব জননীরে হাব ভাবে।
সেই দিন—সেই কথা—সেই পশুভাব
—মনুষ্যত্বের সেই অধোন্নতি—
সে ঘোর দুর্দ্দিনে—রূপ তৃষ্ণা—

মনে হ'লে হৃৎপিণ্ড ছিড়ে যায় !
পিশাচের মত আমি এক দিকে—
লজ্জাহীন, ধর্ম্ম কর্ম্ম হীন, অসংযত,
অজিতেন্দ্রিয় ;—
আর অন্য দিকে
প্রেমময়ী জননী আমার—
করুণার প্রস্রবণ—মূর্ত্তিমতী ভক্তিদেবী
মারব প্রসূন—আর্য্যনারী !
প্রণমিয়া স্মিতমুখে জননী আমার,
জানি না কি পূতমন্ত্র ঢালি দিলা কাণে
হৃদয়ের প্রতি স্তর
সেই দিন—সেই দণ্ড হ'তে
হ'ল মোর অমৃত আধার।
পরিতাপে প্রেম জলে ভরিল নয়ন ;—
মাতৃহন্তা আমি—
প্রায়শ্চিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া চিৎকার
ছুটিলাম ;—ঘুরিলাম কত স্থানে
পাগলের মত।

যমুনা, জাহ্নবী, ব্রহ্মপুত্র—
কত তীর্থে ভারতের করিলাম স্নান,
কিন্তু যন্ত্রণার নাহি হ'ল অবসান !
শেষ নিরুপায়—প্রাণ জ্বলে যায়
ফিরে এসে মা মা বলি
জননীর ধরিনু চরণ—
জানাইয়া সব কথা সব ব্যথা,
করুণানিধান নিলা কোলে
কাঁদিতে শিখালে হরিবোলে,
হরিনামে জননীর স্নেহে
হইয়াছে অভাগার নূতন জীবন ।

কুম্ভ । শুনিলাম অদ্ভুত আখ্যান—
দয়া ক'রে শুনান যদ্যপি আর একটি গান

গীত

মীরা মগন ভই হরিকে গুণ গায়
সাপ পিটারা রাণা ভেজা
মীরা হাথ দিয়ো জায় ।
অরে স্থায় ধোয় যব দেখন লাগি

শালিগ্রাম গই পায়।
জহর কা প্যালা রাণা ভেজা
দীন্থা অমৃত বনায়,
অরে ন্থায় ধোয় যব পীবন লাগী
হো গই অমর অংচায়।

(রাণার ক্রন্দন)

মোহন—
কেন কেন কাঁদ মহাশয় ?
তুমিও কি অপরাধী আমার মতন ?
কাঁদ তবে কাঁদি এস একত্রে দুজন—
মহারোগ দূরে যাবে
মার নাগে হরিনামে করিলে ক্রন্দন।

কুম্ভ। মীরা মীরা জীবন সঙ্গিনী
মীরা মীরা অমৃত সোপান!
মীরা মীরা আনন্দ দায়িনী,
মীরা মীরা চিতোরের প্রাণ!
এস দেবিএস এস ফিরে,
লহ এসে প্রাণের আদর ;

এক বার বল শুধু মোরে,
অভাগারে কর নাই পর।

হর। (সবিস্ময়ে)
আপনি কি রাণা কুম্ভ ?

কুম্ভ। আমিই সে হতভাগ্য।

হর। এত নহে চিতোর ভবন,
তবে কেন হেথা আগমন ?

(রাণার হেটমুখে ক্রন্দন।)

মা আমার আসিবেন ফিরে,
কেন আর করেন ক্রন্দন ?
সঙ্গে মোর দিন কোন লোক
মাকে আমি আনিবই ধরে
মা আমার আসিবেন ফিরে,
ঘুচাইব চিতোরের শোক।

কুম্ভ। মনে পড়ে আপনার কথা
আমিও ছিলাম তথা
ছদ্মবেশে সেইদিনে সামন্ত ভবনে।

ধন্যসাধু, তোমার আদর্শ !
কামে প্রেমে কি মহা প্রভেদ !
প্রেম আলিঙ্গন দিন মোরে,
বিষাক্ত এ প্রাণ হ'উক শীতল !

হর। আসুন তাহ'লে।

(আলিঙ্গন করিয়া)

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদের সম্মুখস্থ রাজপথ

সহরকোতওয়াল।

সাজাও তোরণ দ্বার !
ধূপ দীপ দাও ঘরে ঘরে !
হরিনামে তুলরে কল্লোল,
চিতোরের গৃহ লক্ষ্মী
আসিছেন ফিরে ! (প্রস্থান)

(জনৈক প্রজার প্রবেশ)

প্রজা। সাজাও তোরণ দ্বার
ধূপ দীপ দাও ঘরে ঘরে

হরিনামে তুলরে কল্লোল,
চিতোরের গৃহ লক্ষ্মী
আসিছেন ফিরে।

২য় প্রজা। চিতোরের অমানিশা
হৃদয়ের অন্ধকার,
দূরে যাবে দূরে যাবে
আগমন হ'লে মার। (প্রস্থান)

৩য়। গভীর নিশীথে মাতা
আমাদের ছেড়ে গেছে
সেইদিন হ'তে মোরা
যাই নাই কারও কাছে
এস এস দল বাঁধি মৃদঙ্গ মন্দিরা করে,
হরিনাম করি গান ঘুরে আসি ঘরে ঘরে

৪র্থ। সাজাও তোরণ দ্বার
ধূপ দীপ দাও ঘরে ঘরে,
হরিনামে তুলরে কল্লোল

মা মোদের আসিছেন ফিরে।
ওই শুন ওই শুন কামান গর্জ্জন!
ওই শুন ওই শুন বাজে জয় ঢাক,
ওই দেখ সৈন্য দল করে আগমন!
ওই শুন অন্তঃপুরে বাজিতেছে শাঁক!

৫ম। কি আনন্দ কি আনন্দ নিরানন্দ পুরে,
মৃতদেহে যেন আজ ফিরিয়াছে প্রাণ
যেন আজ দুর্গোৎসব হয় ঘরে ঘরে,
৬ষ্ঠ। চল চল ছুট ছুট ওই ওই দূরে
ওইযে জননী ওই ওই আনত নয়ান!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

পুষ্প ও পত্র মালায় শোভিত তোরণ দ্বার

[রাণা পুষ্পমালাহস্তে দণ্ডায়মান, নিকটেপ্রজাগণেরজনতা]

(মীরার ও হরমোহনের প্রবেশ)

হর। এই আসিয়াছি মাকে লয়ে।

কুম্ভ। ধন্যবাদ, শত ধন্যবাদ !

[মীরার স্বামীর পদতলে পতন]

কুম্ভ। হৃদয়ের রাণী—মীরা ক্ষম অপরাধ ;
পাষাণ হৃদয় উত্তপ্ত অধীর প্রিয়ে
কর সুশীতল।
(মীরাকে উঠাইয়া গলে ফুলমালা অর্পণ)

মীরা। চিরপদানতদাসী
কোন্ দিন তব আজ্ঞা করেছিলঙ্ঘন ?
বলেছিলে যেতে গিয়েছিনু তাই
ডাকিয়াছ নাথ আসিয়াছি ফিরে—
চরণ আশ্রিতা মীরা
চরণেতে রেখ চিরদিন।
(প্রজাদিগের মীরাকে প্রণাম)

মীরা। আজ বড় আনন্দের দিন
পাইলাম আপন সন্তান;
জপ হরি নাম, বলহরি নাম,

হরি নাম কর গান
ভঙ্গুর এ নর দেহে
যত দিন থাকে প্রাণ !
যত কিছু অভিলাষ
রাখ মধ্যকেন্দ্রে তাঁরে,
এমন নিয়ন্তা আর
নাহি কেহ এ সংসারে !
নাহিকেহ নাহিকেহ তাঁহার সমনা !
সূর্য্য চন্দ্র উঠে হরিমুখে চেয়ে
পাখীরাও জাগে হরি গুণ গেয়ে
প্রভাতী কুসুম হরিকেই নিয়ে
আমরাও, ডাকি হরি করুণা নিদান
(সকলের দলে দলে ঐ ঐ গান
গাহিতে ২ প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

ধর্ম্মশালার সম্মুখস্থ পথ।

[হরিপ্রসাদ, রামকান্ত ও রামতনু,]

(সম্মুখদিয়া ধীরে ধীরে হরমোহনের গমন)

রামতনু।

অ অরিপ্রসাদ অ অরিপ্রসাদ, অ তর্কবাগীশ মশয় অ তর্কবাগীশ মশয়, আপনারা চোক দুটা পায়্যাচেন কি কাণা অইবার লেগ্যে, চিনবার পারচ্যান না, ও কে গুঁটি গুঁটি যায়! আমারগো হেই অরমোহন।

ও যদি অরমোহন না অয় যত কৈলাস হগলি মীথ্যা! তাহ'লে আমারগো নাম ফিরায়ে নাম রাখবা, আমার নামে কুত্তারে বাত দিবা তা দেখতে চাও ত আমার হঙ্গে আইস, কোহানে চলিছেন করতা? চিনবারপারচ্ছেন না আমি যে আপনহার রামতনু।

হরমোহন—

রামতনু! এস বাবা অনেক দিন পরে দেখা হ'ল; একবার এস কোলাকুলি করি।

রামতনু—

অ অরিপ্রসাদ ও কোল দিবার চায়! আমি যে আপনার চাকুরি করতাম, দ্যাড় টাহা বেতন দিত্যান।

হরমোহন—

তা হ'ক রামতনু। তুমি আমার যে কত উপকার করেছ! আমি তোমার কাছে চির ঋণী! তোমার সে ঋণ কি পরিশোধ করবার যো আছে, হরিপ্রসাদ এখানে আছেন নাকি? তর্ক-বাগীশ মহাশয় কোথায়?

রামতনু—

ও দুই জনেই এহানে তমসা দ্যাখবার লেগে আজ একমাস গাত্র স্থাপন করেছ্যান।

হরমোহন—

কৈ কোথা? এই যে! হরিপ্রসাদ ভাল আছত ভাই? তর্কবাগীশ মহাশয় ভাল আছেনত? প্রণাম।

তর্কবাগীশ—

এ কিহে? তোমার সে নটবর বেশ? সে টেরী! সে গন্ধ? সে ফিন ফিনে ধুতি? সে চকচকে জুতো!

হরমোহন—

হরিপ্রসাদ ক্ষমা কর, তর্কবাগীশ মহাশয় ক্ষমা করুন, রামতনু তুমি ভাই দূরে দাড়য়ে কেন? আমি অপরাধী! আমি অপরাধী! তোমরা সকলেই আমার মাথায় পায়ের ধুলা দাও, আর বল পতিত পাবন যেন ভাই পতিতকে চরণে স্থান দেন। ভাই সকল তখন বুঝতে পারিনি পাপ পুণ্য কি? ধর্ম্মা ধর্ম্ম কি? যাঁর জন্য এক দিন দেশভুলা করে

ছিলাম, তখন বুঝতে পারিনি তিনি আমার মা—করুণার প্রস্রবণ ! জননী যখন বুঝয়ে দিলেন তখন বুঝলাম। ক্ষুদ্র শিশু সাজগজ ক'রে মায়ের বুকে খেলা করে, সরল শান্ত সে সাপের গুণ নহে, রোজার গুণ ! করুণাময়ী জননীর চক্ষুতে কি অমৃত আছে, দুর্দ্দান্ত পশুকে স্থির করে ! শান্ত হয়ে আমি আজ মায়ের কোল পেয়েছি—আজ সব ঠাণ্ডা—ভাই ইচ্ছা তোমরাও আমার মত এ আনন্দের সংবাদ পাও, একবার তাঁহাকে মা বলে ডাক, ডেকে দেখ মা বলার কত গুণ।আমি এখনি ফিরে আসছি কোথা গেলে দেখা পাব ভাই ?

হরিপ্রসাদ—

আমরা এই খানে থাকব, বেশী দেরী না হয় যদি —

হর। বেশ কথা, আমি মার অনুমতি নিয়ে এখনি আসব ! (প্রস্থান)

তর্কবাগীশ—

ওরে ভাই পালাই পালাই, আর কাজ নেই হরমোহনের সঙ্গে দেখা করে, হরমোহনের সঙ্গে দেখা হয়ে পর্য্যন্ত ভাই আমার কাছাটা কেমন ঢিলেঢিলে বোধ হ'চ্চে, সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অগ্রে গচ্ছতি কচ্ছপঃ।

হরিপ্রসাদ—

ঠিক বলেছেন তর্কবাগীশ মশায়! এখানে থেকে কাজ নাই—এই দেখুন আমারও তাই।

(মুক্তকচ্ছ হস্তে উভয়ের প্রস্থান)

রামতনু—

হরমোহন—সাধু—মহাজন, আর এরা তর্কবাগীশ—বাচাল কুপথ! মহাজনো—যেন গতঃ স পন্থা, সেই পথই গ্রহণ করিব। আজ হ'তে প্রভু মোর গুরু মোর অর অর শ্রীহরমোহন। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

গোপালের নাট মন্দির

[মীরা ও নবীন বৈষ্ণব বেশে মন্দার কুমার]

মীরা। সকলেরই হ'য়েছে ভোজন,
বেলা হ'ল তৃতীয় প্রহর ;
কেন সাধু বসি ম্লান মুখে ?
এস কর প্রসাদ গ্রহণ।
একমাত্র তুমি আছ বাকী ;—
তোমারে প্রসাদ দিয়ে
শেষ অন্ন যাব নিয়ে,
কেন কষ্ট দাও বাছা উপবাসী থাকি'

মন্দার। নির্জ্জনে তোমার সাথে
আছে কোন কথা
প্রসাদ লইব আমি,
দয়া ক'রে মহারাণি
আগে যদি শুন তুমি সে দুঃখ বারতা

মীরা। দুঃখ ?—আহা মরে যাই
এতক্ষণ কেন বাছা
মোরে তাহা বল নাই ?
এস এস কেহ নাই হেথা, !
প্রাণ খুলে বল মোরে
কি দুঃখ অন্তরে,
বল মোরে সব মন কথা।

মন্দার। প্রথমে প্রতিজ্ঞা কর
অভিলাস পূর্ণ মম করিবে করুণাময়ি ?
তাহলে তোমারে মাতঃ
সব কথা খুলে কহি।

মীরা। মা বলিয়া ডাকিয়াছ
রমণীরে করিলে অভয়,
বল বাছা কি সে কথা
ঘুচাও সংশয়।

মন্দার। মন্দার কুমার আমি

একবার চাহি দরশন
ঝালবা কুমারী, দেবি
খুলে দাও ঝালবন।
প্রাণের সঙ্গিনী মোর বন্দিনী সেথায় ;
দুটী ফুল পাশা পাশি
হাসিতাম কত হাসি—
নয়নের মণি মোর !
বিবাহ বাসরে কুন্ত
এনেছে হরিয়ে তায়।

মীরা। সশস্ত্র প্রহরি সেথা
ঘুরিতেছে অবিরাম
কি ক'রে সেখানে গেলে
বাঁচাইবে নিজ প্রাণ ?

মন্দার। মরিয়াও আছি দেবি
কি ভয় মরিতে আর ?
জনমের মত তারে দেখে যাব একবার।

মীরা। (স্বগত)

আহা ! কামগন্ধবিহীন এ প্রেম—
যেন জম্বুনদ হেম,
নাহি ইথে ভোগতৃষা—
নাহি ইথে বুকে বুকে,
নাহি ইথে মুখে মুখে—
রক্ত মাংসে রক্তমাংস মেশা।
এই প্রেম স্বর্গের প্রতিমা ;
শুধু চেয়ে থাকা, শুধু চেয়ে দেখা
হরিপ্রেমে এ প্রেম তুলনা ॥

(প্রকাশ্যে)

এস তবে মন্দার কুমার,
প্রতিজ্ঞা করিব পূর্ণ—
লাভ ক্ষতি না করি বিচার ॥
যা থাকে অদৃষ্টে মোর
হরি বলে খুলি দ্বোর,
আমি মরি, ক্ষতি নাই হরি
রক্ষা কর জীবন ইহার।

মীরার মন্দার কুমারের সহিত মন্দির হইতে বাহির হইয়া
অদূরে অবস্থিত ঝালবনের ভিতর গুপ্ত দ্বার
উন্মোচন ও মন্দারের প্রবেশ।

(নেপথ্যে কুম্ভ)

ও কে? অহো! মন্দার কুমার!
আসিয়াছ ঝালবনে দর্শন পিয়াসে তার
ব্যর্থ মনোরথ—
মূর্চ্ছিত এ দেহ নিয়ে যাও কারাগারে,
হস্ত পদে বাঁধিয়া শৃঙ্খল।

(নেপথ্যে শৃঙ্খল ধ্বনি)

খুলে দেয় ঝালবন এ সাহস কার?
যাই দেখি কে খুলিল দ্বার।

মীরা। (স্বগত)
এইবার শেষ দেখা!
হৃদয় রে হ'য়না বিকল—
কর্ত্তব্যের সাথে মিশায়ও না অশ্রুজল।

(গুপ্তদ্বার দিয়া মীরার নিকট রাণার প্রবেশ)

কুম্ভ। কে করিবে হেন উপকার
তুমি ভিন্ন মীরা ?
বৈষ্ণবের বেশে—মন্দার কুমার,
পরম বৈষ্ণবী, তুমি সঙ্গে তার—
বেশ প্রতিশোধ !
উভয়ের হয়েছে মিলন ;
অঙ্গে অঙ্গে মেশামিশি
এ নহে নূতন—
কিন্তু কুলস্ত্রী বাহির করা
এ দেখি নূতন ধারা !

মীরা। খুলিয়াছি খালাস দ্বার,
করিয়াছি অপরাধ—দাও দণ্ড তার—
মহারাজ লব শির পাতি
চাহিনা মার্জনা।
কুলবধূ নহে চন্দ্রা—চিতোরের রাণী—
মন্দারের অঙ্ক আরোহিণী ;

পরস্ত্রী —
তার সহ সহবাস জেনে শুনে,
জন্মিলে সন্তান সেই গর্ভে,
চিতোরের পুণ্য সিংহাসনে
বসে যদি রাজা হ'য়ে —
বল নরনাথ, থাকিবে কি ইথে
শিশোদীয় কুলের গৌরব ?
সব যাবে কুলাঙ্গার সেই পুত্র হ'তে-
জানিও নিশ্চয় !
বাপ্পারাও বংশোদ্ভব তুমি, —
তুমি জান মহারাজ
দরিদ্র রমণী আমি—আমা হ'তে
পুণ্য চিতোরের পুণ্য ইতিহাস
কি করিলে হয় কলঙ্কিত—
কি করিলে হয় সুরক্ষিত।
তথাপি যে বলিতেছি,
নাহি আছে তব রাজ্যে
রমণী এমন কেহ মহারাজ—

চিতোরের উজ্জ্বল গৌরব
নীরবে দেখিবে চক্ষে হইতে মলিন।
থাকে যদি কেহ—
নাহি রাজপুত রক্ত তাহার শরীরে।
অধর্ম্ম এ মহারাজ পরম অধর্ম্ম,
সঙ্গলিপ্সা তার সনে
তোমারে চাহেনা, ভজে অন্য জন।
রমণী হৃদয় জোর ক'রে অধিকার
যে করিতে চায়, ভ্রান্তি তার।
যার সনে মিশে নারী তার সনে মিশে
মিশেনা ত অমিশ্রিত
নীরব নিস্তব্ধ থাকে চিরদিন।

কুম্ভ। স্বৈরিণী যে নিজে
তার মুখে ধর্ম্মাধর্ম্ম বায়স চীৎকার।
কি কুক্ষণে আনিলাম ঘরে
কাল সর্প—
জর্জ্জরিত রাণা কুম্ভ বিষের জ্বালায়।

মীরা। অন্য কথা যাহা বল, যত কিছু বল,
ক্ষতি নাই নাথ—নাহি দুঃখ তায়
চির পদাশ্রিতা দাসী ;
কিন্তু স্বৈরিণী এ তিরস্কার
বড় বাজে বুকে,
মর্ম্মে মর্ম্মে করিতেছে ছুরিকা আঘাত।

কুম্ভ। স্বৈরিণী কি পতিব্রতা হইবে পরীক্ষা,
নদী গর্ভে নিজ প্রাণ
কর যদি বিসর্জ্জন, সুষুপ্ত নিশীথে।

মীরা। স্বামীর আদেশ—তাই হবে।
এই শেষ দেখা, এই শেষ পূজা,
এই শেষ আদেশ পালন।
চলিনু বিদায় নরনাথ,
আশীর্ব্বাদ কর মোরে।
মনে রেখ, চির পদানত মীরা—
জীবনে মরণে।
(স্বামীকে প্রণাম করিয়া মন্দিরে প্রত্যাগমন)

দৈববাণী—

নির্ব্বোধ চিতোর রাজ—ভ্রান্তবুদ্ধি
সতী লক্ষ্মী ঠেলিলে চরণে।

কুম্ভ। সতী লক্ষ্মী ? মিথ্যা কথা !
দৈববাণী নহে ইহা
পিশাচের ধ্বনি !
করি ইথে শত পদাঘাত।

দৈব। ঝালবা কুমারী গর্ভে জন্মিবে সন্তান,
কাল সর্প—
সেই সর্পে দংশিবে তোমারে,
অতৃপ্ত লালসা বুকে মরিবে রাজন !
দৈববাণী প্রতি পদাঘাত
—শাস্তি তার এই।

রাণা। বেশ ! বেশ ! দেখা যাবে।
(কুম্ভের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

নিস্তব্ধনিশীথ—গিরিধারী মন্দির প্রাঙ্গণ।

[ভিতরে হরমোহন নিদ্রিত বাহিরে মীরা]

মীরা। নিস্তব্ধ রজনী! কেহ কোথা নাহি আর,
মোহন! মোহন!
সেও ঘুমে অচেতন?
যাই তবে, যাইবার ঠিক এ সময়;—
জীবনের শেষ অঙ্ক করি অভিনয়।
স্বামীর আদেশ আজ করিব পালন,
নদী গর্ভে এ নিশীথে হব নিমগন।
জ্বলন্ত চিতার চেয়ে ভয়ের কারণ
সুশীতল নদী জল নহে ত কখন,—
হয় যদি হ'ক তাহা!
আর্য্য নারী আমি
প্রাণ বিনিময়, করি নাক কভু ভয়!
দিতে পারি প্রাণ
যদি তাহা চান—স্বামী।

'স্বৈরিণী কি পতিব্রতা হইবে পরীক্ষা'
বলেছেন নিজ মুখে আর কেন থাকা ?

গীত।

তবে যাই তবে যাই ক'র না বারণ
হে দীন দয়াদ্রে নাথ, হে মথুরানাথ
হে মধুসূদন।
তুমিই বলেছ মোরে, কর্ত্তব্যের আদ্য স্তরে
রমণীর পতি ধন ;
পতিপদ করি ধ্যান, দুঃখিনী ত্যজিবে প্রাণ,
স্বামীর আদেশ আজ করিবে পালন।
তুমি সাক্ষী হে দয়িত, তুমি সাক্ষী হে নিশীথ
তুমি সাক্ষী সাক্ষী তুমি
সুনীল গগণ।
তুমি সাক্ষী চন্দ্র তারা, তুমি সাক্ষী বসুন্ধরা
তুমি সাক্ষী সাক্ষী তুমি
শীতল পবন।
ভারতের ইতিহাস সাক্ষী তুমি মোর,

তুমি সাক্ষী সাক্ষী তুমি
সমগ্র চিতোর ;
তোদের জননী সতী কি স্বৈরিণী
পরীক্ষা এখনি হবে সমাপন।
(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।
নিশীথে—নদীতট
(একাকিনী মীরার প্রবেশ)

মীরা। এই ত এসেছি নদী তীর !
আর দেরী কেন ?
ভেঙ্গে ফেলি ভেঙ্গে ফেলি আনন্দনিবাস
শেষ হ'ক হ'ক শেষ এ কর্ম্ম বন্ধন !
বড় ইচ্ছা ছিল,
একবার শেষ দেখা, একবার শেষ পূজা,
শেষ সম্বোধন,
একবার বুকে ধরি শেষ—শ্রীচরণ।

কিন্তু হরি সে বাসনা,
জানি না জানি না—
কেন আজ দয়াময় হ'লনা পূরণ !
হরি হরি দেখা দাও, এস একবার,
লহ লহ দুঃখিনীর নয়নের নীর—
শেষপূজা—শেষপ্রীতি—শেষউপহার।
কই কেন ! কেন নাথ দিতেছনা
দুঃখিনীরে সাড়া !
বল প্রভো মোরে,যা ব'লে ডাকিলেপরে
অসময়ে এসময়ে দেখি মনোচোরা।
স্বামী—
অহো ! এই বার হইয়াছে ঠিক !
স্বামিন্! স্বামিন্! প্রভো—হৃদয়বল্লভ!
আছে কি জগতে কিছু এত মধুময় ?
প্রাণ ভরা মধু ভরা—অমৃত নিলয় !
ডাকিতে ডাকিতে কাছে এসে
হেসে হেসে মুখ পানে চেয়ে
কে পারে থাকিতে নাথ—

অনিমেষ আঁখি তোমার মতন আর ?
এত দয়া কার ?
দিন নাই রাত নাই যখনি ডেকেছি—
দেখিয়াছি হাসি মুখ প্রশান্ত নয়ন—
অমৃতের প্রস্রবণ।
স্বমিন্! স্বামিন্! প্রভো! হৃদয়বল্লভ!
ঐ যে ঐ যে আসে ছুটে সমগ্র জগৎ,
যে দিকে নেহারি.
হরি হরি! সেই দিকে হেরি,
পরিচিত মধুর ও চাঁদ মুখ;—
মধুর! মধুর! সব যেন মধু ভরা!
জগতের প্রতি অঙ্গে বিরাজিত তুমি—
তুমি—তুমি—তুমি আলোকরা!
সুন্দর সুন্দর তুমি—তুমি হৃদয়েশ,
সুন্দরের পাশে যাহা দেখি
সকলি সুন্দর বেশ!
ক্ষুদ্র আমি—কীট আমি—
ক্ষুদ্র প্রতি প্রভো একি অনুরাগ !

ভরিয়া যে গেল প্রাণ আনন্দে অমৃতে,
চেতনা কি এর নাম ?
না না উন্মত্ততা !
জীবন না স্বপ্ন ইহা ? মাদকতা হবে ?
দাঁড়াতে না দেয় মোরে
ছুটি—ছুটি—তবে !
কিন্তু যাব কোথা আর ?
যে দিকেতে যাই, যে দিকেতে চাই—
তুমি—তুমি —স্নেহাধার !
প্রেম আলিঙ্গনে—প্রসারিত বাহুযুগ !
প্রেম সম্ভাষণে—উন্নত প্রসন্ন মুখ !
তবে এস নাথ, এই ক্ষুদ্র হৃদিপরে—
কত কাঁদিয়াছে দাসী চির বিরহিণী,
পর্ব্বত প্রান্তরে, জলে স্থলে—
কুসুম কোরকে,
বন উপবনে কত খুঁজিয়াছি অবিরত—
কোথা তুমি কোথা তুমি ব'লে ;
এত অন্বেষণে তবু

সাড়া প্রভু নাহি দিলে।
আজ যদি আসিয়াছ এত দিন পরে—
প্রাণ দিয়া করি সেবা এস এস স'রে,
বুক হ'তে তিলার্দ্ধও দিব না ছাড়িয়া,
এস এস প্রাণারাম যেও না চলিয়া—

(হস্ত প্রসারিত করিয়া নদী গর্ভে পতন,
নদী গর্ভে গোপবালকের আবির্ভাব
ও মীরাকে হস্তের উপর ভাসাইয়া)

গীত।

আমি ভাল বাসি জল খেলা,
আমি ভালবাসি নারী নর
আমি দেখা দেই যে ডাকতে জানে
ডাকের মত মনে প্রাণে
গোপ বেশ বেণু কর।
নন্দের বাধা মাথায় করি
কত খেলেছি খেলা ব্রজপুরী
আমি বনমালী পীতাম্বর।

কত নেচেছি কত হেসেছি
রাখাল সনে বনে বনে,
(ও) কত কেঁদেছি রাই রাখ রাই রাখ ব'লে
আমি কালাচাঁদ নটবর ।

সঙ্গাশূন্যভাবে মীরা ।
স্বামিন্ ! স্বামিন্ ! প্রভো—হৃদয়বল্লভ
(বাহুযুগে বালককে বক্ষে ধারণ)

বালক । গীত ।
মনে পড়ে মীরা সেই সেই সেই দেখা ?
সেই সেই খেলা ঘরে, গোপবেশ বেণু করে
সেই করে কর রাখা ?
সেই তুমি সেই আমি গেয়েছিনু নাম নামা
এখন এখনও তাহা হৃদয়েতে আছে আঁকা ।
ধেনু নিয়ে বনে ফিরি
বেণু নিয়ে করি গান,
মনে পড়ে মীরা তোর
আকুল সে দু নয়ান ;

তাই এসেছি আজ সাড়া পেয়ে
ধেনু ছেড়ে হেথা একা।

সপ্তম দৃশ্য

গিরিধারী মন্দির—প্রাঙ্গণ।

[নিদ্রোত্থিত হরমোহন]

হর। অহো! একি দুঃস্বপন!
নিস্তব্ধ রজনী,
কই কোথা! কই কোথা!
জননি! জননি!
কেহত দেয় না সাড়া, সব নিরুত্তর!
গোপাল! গোপাল!
একি দেখি! শূন্য ঘর?
সিংহাসনে কি আশ্চয্য নাহি পীতাম্বর!
ছুট্ ছুট্ নদী তীর—
স্বপ্ন নহে স্থির! চলে গেছে মীরা,
গোপালের সাথে।

কেন গেল তুই জনে !
কোথা ? কোন পথে ?

(ছুটিয়া প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য ।

[নদীতট, অদূরে মীরা সৈকত শয্যায় শায়না]

(হরমোহনের প্রবেশ)

হর । মীরা ! মীরা ! জননি ! জননি !
কই মীরা ?
উঠিতেছে ওকি ! মরা মরা প্রতিধ্বনি !
ডুবিয়াছে সুনিশ্চিত, ঠিক এই খানে !
এই যে সে পদ চিহ্ন ঠিক ঠিক এই !
হরি হরি বুকে করি মা আমার নেই !
ডুবেছে মা, ডুবে গেছে সমগ্র চিতোর !
ডুবে গেছে মোহনরে হতভাগ্য তুই —
নয়নের — আলো তোর !

ডুবে গেছে নিভে গেছে
গেছে তোর সব, — তবে আর
কেন করি হাহা কার রব
গোপাল ! গোপাল !
(নদীতে লম্ফ প্রদানে উদ্যত)

(পশ্চাত হইতে গোপবালকের প্রবেশ
ও হরমোহনের হস্ত ধারণ)

হর। কে তুমি হে আদ্র বস্ত্রে ?
গোপ। বনের রাখাল।
হর। এত রাত্রে কেন হেথা ?
থাক তুমি কোথা ?

গোপ। পার করি নর নারী,
থাকি যথা তথা।

হর। দেখেছ কি মাকে মোর ?
গোপ। কে তব জননী ?

হর। মীরা মীরা প্রেমোন্মত্ত সৌন্দর্য্যের খণি

গোপ। ওই জলে—

হর। ডুবিয়াছে? ছেড়ে দাও হাত!
পায়ে পড়ি দাও ছাড়ি,
কেন আর রাখ ধরি,
যাই যাই জননীর সাথ।

গোপ। শুন কথা ডুবেছিল তুলেছি তাহারে,
বহু কষ্টে বুকে ক'রে,
গিয়াছিল ভেসে খরস্রোতে—বহুদূরে।

হর। তুলিয়াছ? প্রাণের রাখাল!
বেঁচে আছে?

বেঁচে আছে—প্রাণে আছে—
কিন্তু সে মূর্চ্ছিত!

হর। মূর্চ্ছিত মা! ছুট ছুট আমার সহিত!

গোপ। চেন নাক পথ, যাবে প'ড়ে,
ধর হাত।

হর। মীরা. মীরা, জননি, জননি,
মীরা মীরা নয়নের মণি,
মীরা মীরা সৌন্দর্য্যের খণি,
মীরা মীরা আনন্দ দায়িনি;
মীরা পিতা, মীরা মাতা,
মীরা বন্ধু, মীরা ভ্রাতা,
মীরা পুত্র, মীরা কন্যা—
মীরা—মীরা—
ও—হো—হো—হো—
রাক্ষসী—পাষাণী—
হো-হো-হো-হো-হো-হো-হো—

(পাগলের সুরে)
ওগো আমি ক্ষেপেছি
রাঙ্গা পায়ে মাথা রেখে দেখ কেমন শুয়েছি
(গোপবালকের পদতলে শয়ন, পরক্ষণে
উঠিয়া) গোপাল গোপাল, বনের রাখাল,
আমি তোমায় চিনেছি—
আমার মত তুমিও যে ছি ছি ছি ছি।

মীরা আমার প্রাণ, মীরা আমার গান
মীরার প্রেমে পাগল হ'য়ে
আমি মা ব'লে তারে ডেকেছি।
মীরা আমার মা, আমি তার ছাঁ
তাইনে না না তাইনে না না
আমি মার সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে
অকূলেতে ভেসেছি।
আমি আমি আমি ওগো আমি—

(গান ও নৃত্য করিতে করিতে সংজ্ঞা
শূন্যা মীরাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য
ও মীরার সংজ্ঞা লাভ)

মীরা। কোথা তুমি ! কোথা তুমি !
হর। এই যে এই যে এই ছিল কোথা গেল !
মীরা। এসেছ মোহন।

হর। জেগেছ মা উঠেছ মা !
মীরা মীরা জননি জননি !

এই কি করিতে হয় রাক্ষসী পাষাণী ?
হরিপ্রেমে তুমি উন্মাদিনী,
মীরাপ্রেমে আমিও পাগল,
হরি হরি হরিবোল —
মিলিয়াছে সমানে সমানে ;
কিন্তু গোপালের অভিসার
আরও চমৎকার, —
এসেছেন রূপে মুগ্ধ — না না! গুণে গুণে,
কেমন গোপাল ? ঠিক কথা বল দেখি ?
কই কোথা গেল ?

মীরা। মোহন, মোহন !
দেখিছ স্বপন একি ?

হর। স্বপ্ন নহে, সত্যই মা তোমার গোপাল
এল মোর হাত ধ'রে
এই খানে নদী তীরে — নিস্তব্ধ নিশীথে,
কিন্তু যা যা চলে গেছে ফাঁকী দিয়ে !
মা, তুই এলি ছাড়িয়া সন্তানে,

স্তন্যহীন শিশু—দেখি দুঃস্বপন,
ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল ;—
ছুটিল সে নদী তীর,
মা ষষ্ঠি দেখাইল পথ তারে—হাতধরে
দেখিলাম মীরা তুই
গোপাল গোপাল করিয়া চীৎকার,
ঝাঁপ দিলি উর্দ্ধহস্তে—অগাধ সলিলে
হ'লি নিমগন ;
দেখিলাম পিছে তোর
গোপালের মত ঠিক, কে যেন সহসা
নীল কলেবর—দিলা ঝাঁপ,
বহুযুগে করিল বেষ্টন ;
জল কেলি দুই জনে তামরস কোষে
মত্ত ভৃঙ্গ প্রায়—
তুমি তারে চাও সে তোমারে চায়।
হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে
আসিলাম অতি কষ্টে,
দূরে এই নদী তীরে।

যাত্রা কালে গোপালের ঘর খুজেছিনু
ব্যকুল অন্তরে—
দেখিলাম শূন্য সিংহাসন,
নাহি সেথা তোমার উপাস্য ধন।
মাগো, পারি কি আসিতে অতি দূরপথ,
হাতে পায়ে করি ভর ?
আমি শিশু ছেলে।
কে যেন আনিল কোলে তুলে—
বুকে ক'রে—কোমল অন্তর,
নদী তীরে দিলা ছাড়ি ;
বলিলা ডুবিতে ঠিক সেই খানে—
যেখানে ডুবিলি তুই অমূল্য রতন।
পরক্ষণে দেখিলাম ধরি মোর হাত,
ঠিক যেন তারি মত আদ্র বস্ত্র পরি—
করিতেছে টানাটানি, নহে অন্য প্রাণি,
গোপাল গোপাল!
তারে আমি বেশ চিনি
তারে আমি বেশ চিনি।

মরি মরি মরা মোর হ'ল না হ'ল না,
গোপাল ধরিল করে মীরা,—দেখিলাম
প্রেম অশ্রু ধারা তোর অমৃতের মত
মারবার মরুভূমি করিয়া প্লাবিত,
শুষ্ককণ্ঠ মোর দিকে আসিছে ছুটিয়া !
হস্ত ভরি পান করি যত সেই ধারা,
গোপাল ঢালিয়া দেয় ততই মদিরা ;
অমৃতের মাঝে তীব্র সেই হলাহল—
পান করি প্রাণ ভরি মোহন পাগল !

(পাগলের সুরে)

আমাতে আর আমি নেই মা
আমি নাচিতেছি আমি হাসিতেছি
মারে মারে এ মস্তিষ্ক বড়ই দুর্ব্বল।
কোলে কর মা, আমায় ধর মা,
হরিপ্রেমে মাতৃ প্রেমে দুদিকে দুহাতে
আমায় ধর মা, আমায় কোলে কর মা,
মুছে দে মুছে দে ও মা

সন্তানের অশ্রু জল।

চল মা যাই বৃন্দাবনে, কাজ নাই আর এইখানে

নেচে নেচে চল্ চল্।

হো – হো – হো – হো—

আয় না—আয় না সাধন সমরে

কে আগে যেতে পারে,

দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।

(ছুটিয়া প্রস্থান)

মীরা। মোহন! মোহন!

বাছা মোর, বাছা মোর

একি বিঘ্ন তোর!

ছুটে গেল ঊর্দ্ধ শ্বাসে বৃন্দাবন আশে,

একি! উঃ বিপদ ঘোর।

হরি দয়াময়, এসময় অসময়,

কর রক্ষা তাহার জীবন;

যাই দেখি কোথা গেল—

মোহন! মোহন!

(প্রস্থান)

সপ্তম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

ভালপুর গ্রাম—রঙ্গনাথজীউর মন্দির

রঙ্গনাথের সান্ধ্য আরতির সময় আকাশে এক
খানি ক্ষুদ্র মেঘে বিদ্যুৎ প্রকাশ, ঠাকুরের
চূড়ার হীরক খণ্ডে তাহার প্রতি-
ফলন, ঠাকুরের ফুলসাজ,
দর্শক গণের মধ্য হইতে হরমোহনের ছুটিয়া গিয়া
সিংহাসনে ঠাকুরের পদতলে উপবেশন, অদূরে
দর্শক গণের জনতা, পঞ্চপ্রদীপ হস্তে
পুরোহিত আরতিতে নিযুক্ত।

পুরোহিত। (আরতি বন্ধ করিয়া)
ওকে ! ওকে !
কেও দেবতার সিংহাসনে ?
কে তুই পামর ? ছিন্ন মলিন বসন !
কোথা হ'তে এলি পাপ ?
কেন এলি তুই ?

জনতা। সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ !

নাম, নাম, নাম !

জনৈক। ধর ধর টান! জোর ক'রে ধর কাণ

২য়। মার মার খুব মার—

(হরমোহনকে মারিতে ২ দর্শক কর্ত্তৃক সিংহাসন হইতে টানিয়া আনয়ন)

[জনৈক রমণীর প্রবেশ]

রমণী। কি কর কি কর ? মেরনা পাগল।

হর। এসেছ জননি ? ভারত রমণি—

করুণার প্রস্রবণ !

রম। কেন মার ভাই বন্ধু ?

অপরাধ তার করহ মার্জ্জন।

হর। মলিন বসন তাই ?

হো-হো-হো-হো—ভাই,

বহ্যিকেই ভুলে আছ চেন না অন্তর !

বসিয়াছি বিভূ সিংহাসনে তাই মার ?

শ্রীহরির পাদস্পর্শ করেছি স্পর্শন—
ধন্য আমি কর নমস্কার !

(সকলের প্রহার)

রম। কেন মার ? শাছারে আমার !
জনতা। দেবি ! দেবি ! ছুঁও না ছুঁও না
অস্পৃশ্য অস্পৃশ্য ও যে—

হর। অস্পৃশ্য কে ? আমি না তোমরা ?
বল ভাই ?
যাও ছোঁও দেখি ধৌত বস্ত্র,
—পাদপদ্ম ;—মারিলেত যত ইচ্ছা
দেখি কি সাহস ?
(এক এক জনের গাত্র স্পর্শ করিয়া)
পরস্ত্রীর সহবাস করিয়াছ
জান মনে মনে,
কিম্বা কহিয়াছ মিথ্যা কথা
করিয়াছ সঙ্গোপনে অখাদ্য আহার,
আপন ভ্রাতার দ্রব্য লইয়াছ হরি—

রাতি দিন ভয় ভয় থাক দূরে দূরে।
ভাব মনে মনে—
অপবিত্র তোমার সান্নিধ্যে
মন্দির ও রত্ন সিংহাসন
সব হবে অপবিত্র,—
দয়াল দেবতা যাবে মারা।
পাপের দুর্গন্ধে হৃৎপিণ্ড পরিপূর্ণ,
প্রার্থনা ভজন—
ছুঁচার মতন সব কিচিমিচি ধ্বনি!
দেখিতেছ শ্রীগোবিন্দ ভাবিতেছ মনে
প্রস্তরের স্তূপ—
হিন্দুর দেবতা যত!
যেখানে যে পাপ তব রয়েছে লুকান,
সেইখানে আছে তাহা হৃদয়ে মাখান।
যে জ্যোতি শ্রীমুখে আজ হয়েছে প্রকাশ
পাষণ্ড তোমরা তাই জড়পিণ্ড প্রায়,
ছিলে মৃত অচেতন—
বুকে লয়ে শত অবিশ্বাস।

জনতা। পাষণ্ড আমরা বেটা? মার মার মার।

রম! কেন মার? কেন মার কি দোষ তাহার?

হর। তুমি কেন অকারণে সহিছ প্রহার?

সোরে যাও দয়া পারাবার।

যত পার তত মার হব না মূর্চ্ছিত,

হো-হো-হো-হো-হো

তুমি হ'লে এত মারে হয়ে যেতে গুঁড়া,

আমি কিন্তু এই দেখ অক্ষত শরীর!

পৃষ্ঠে মোর কে ছিল তা

রাখ কি সংবাদ?

ঐ ঐ প্রস্তরের স্তূপ জীবন্ত দেবতা—

দয়াল বিপন্ন ত্রাণ—জাগ্রত ঈশ্বর!

মেরেছ অবোধ যত চড় এই দেহে,

লাগিয়াছে সব ওই দেখ চেয়ে—

মরে যাই! মরে যাই! মোর যাদু ধনে।

(এক লাফ দিয়া, সুরে)

মেরেছ কলসীর কাণা

তাই ব'লে কি প্রেম দিব না।

জনতা। এলো এলো পালা পালা!
বিষম পাগল!

জনৈক। যাও যাও নিয়ে, হাত কড়ি দিয়ে
রাজার নিকট ধ'রে;
পাগলা গারদে তিনি রাখিবেন পুরে,
নতুবা আসিয়া ফিরে করিবে সে পুনঃ
উপদ্রব শত গুণ, ভাঙ্গিবে ঠাকুরে!

হর। নিয়ে চল কাঁধে করে ভেঙ্গে গেছে পদ;
(খোঁড়ার মত চলা)
এই দেখ ভাই বন্ধু ভেঙ্গে গেছে হাড়।
(মরার মত শটান শুইয়া পরা)

জনৈক। চারি জন লহ ওকে সাঙ দাও বুকে
(সকলের ধরিয়া তোলা)

হর। হরিবোল হরিবোল বল যদি হরিবোল
হেঁটে যাব ছুটে যাব যাব লাফাইয়া।

রম। সেই ভাল বল হরি খুলে দি বন্ধন।

জনতা। খুলো না চরণ—

(পদদ্বয় ব্যতীত সমস্ত বন্ধন খুলিয়া দেওয়া)

হর। এই দেখ চলিলাম লাফ দিয়া দিয়া।

(ভেকের মত লাফ দেওয়া)

কেন ভাই নিয়ে যাও রাজার নিকট ?

যেই যাব সেই রাজা দিবেন ছাড়িয়া,

রাজার উপর যিনি হন মহারাজ—

জান না কি তিনি হন বিপদ শরণ ?

(ক্রন্দনের সুরে)

বিপদ শরণ ওহে বিপদ শরণ !

প্রাণ রমণ ও হে পাতকী তারণ !

হরি বোল হরি বোল বোল হরি বোল

জনতা। হরি হরি বোল হরি হরি বোল।

(সকলের হরমোহনকে লইয়া হরিবোল বলিতে ২ প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর রাজ প্রাসাদ — রাণার কক্ষ।

[কুম্ভ একাকী উপবিষ্ট, হরমোহনকে লইয়া পুরোহিত ও কয়েকজন লোকের প্রবেশ ও রাণাকে প্রণাম]

পুরো। আপনার রাজ্যে ভালপুর গ্রাম
রঙ্গনাথ আছেন যথায়,
মহারাজ এই পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন
বসেছিল তাঁর সিংহাসনে,
জানি না কারণ।

(রমণীর প্রবেশ)

রম। পাগল! পাগল! মহারাজ—
পাগল! অবোধ!

কুম্ভ। ঠিক কথা? পাগল অবোধ—
এখনই দাও তবে ছাড়ি।

রমণী। (হরমোহনের বন্ধন খুলিতে ২)
খুলেছি বন্ধন — বাছা মোর বাছা মোর!

কুম্ভ। বেশ হ'ল দয়াবতি।

(পুরোহিতের দিকে চাহিয়া)

পঞ্চগব্য যাহা আছে ব্যবস্থা ইহার

তাই দিয়ে কর পূত দেব সিংহাসন,

লয়ে যাও রাজকোষ হ'তে যাহা লাগে!

পুরোহিত ও জনতা।

কে তুমি রমণি? কে তুমি জননি?

কে তুমি মা দয়াবতি?

(বলিতে২ হরমোহন ব্যতীত সকলের রমণীর পশ্চাত ২ প্রস্থান)

কুম্ভ। (সবিস্ময়ে হরমোহনের হাত ধরিয়া)

তুমি না মোহন?

হর। (রাণার হাত ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে লাফাইয়া)

ঠিক ঠিক ঠিক রাজা ওই নাম মোর!

ছিল বটে এক দিন!

ভুল! ভুল! ভুল! হয়েছিল সব ভুল!

হো-হো-হো-হো—রাজা—
মনে প'ল আজ !
মীরা রেখেছিল ওই নাম—
ডাকিত সে স্নেহভরে
মোহন ! মোহন !

কুম্ভ। তার পর ! তার পর !

হর। তার পর তার পর দেখ দেখ রাজা—
অতি ক্ষীণ স্মৃতি যেন তার আসে মনে
মা আমার মীরা দেবী চিতোর মহিষী
উজ্জ্বল অমূল্য রত্ন—
(ক্রন্দনের স্বরে)
ডুবে গেলি কেন ও মা
কাল সিন্ধু নীরে—এমন করিয়া
নিস্তব্ধ নিশীথে— (ক্রন্দন)

কুম্ভ। তার পর ?

হর। তার পর হ'তে রাজা—
হো—হো—মাতৃহীন—মাতৃহীন—
মাতৃহীন—আমি—

মাতৃহীন—তাহার মোহন !
মাতৃহীন—সমগ্র চিতোর !
নদী নদ বনভূম—পর্ব্বত প্রান্তর—
পশু, পাখী, জল, স্থল, আকাশ, তপন,
সব হ'ল মাতৃহীন একের অভাবে !
আঁখি মোর অন্ধ হ'য়ে গেল—
নয়নের তারা—ছিল মীরা মা মোদের।
আঁখি—আঁখি—আঁখি—
ও গো আঁখি—ও গো আঁখি —

কুম্ভ। তার পর তার পর ? বল তার পর !

হর। তার পর তার পর তার পর রাজা—
আর ত পরে না মনে।
হাঁ ! হাঁ ! ঠিক !
সৌন্দর্য্যের খণি, একটী রমণী মণি
পিঞ্জরের দ্বার খুলে একদিন রাজা
পাখী হ'য়ে গেল উড়ে,
মীরা কি সে ? না না রাজা—

রাক্ষসী – পাষাণী –
শিশু ছেলে মুখ হ'তে দিল যবে ফেলে;
(ক্রন্দনের স্বরে)
কেন তবে নিলি ও মা
পারিবি না যদি উড়ে যেতে
গুরু ভার মুখে,—ও মা ও মা
অনন্ত আকাশ পথে—দুর্ব্বল বিহঙ্গি

কুম্ভ। তার পর তার পর ?

হর। চঞ্চুপুট হ'তে পড়ি পড়ি
ধরিলাম পদতল,
জননী আমার নিলা নখে; –
কিন্তু রাজা কি দোষ মায়ের ?
শূন্যে—শূন্যে—শূন্যে—মহা শূন্যে –
দুলে দুলে দুলে দুলে –
মস্তক ঘুরিয়া এল রাজা !
পড়িলাম চিতোরের
মহা শূন্য – মীরা শূন্য – প্রেত পূর্ণ
মরুভূমে !

শ্মশানে-শ্মশানে রাজা—
এ মহা শ্মশানে—এ দগ্ধ শ্মশানে !

কুম্ভ। তার পর তার পর ? বল তার পর !

হর। এখনও সে পাখী বেঁচে আছে রাজা,
ডাকে নিস্তব্ধ নিশীথে, মোহন! মোহন!

কুম্ভ। বেঁচে আছে ?

হর। প্রাণে আছে, কিন্তু সে মূর্চ্ছিত ;—
ধূলি নিপতিত লবঙ্গ লতিকা যথা
আশ্রয় রহিত।
বলেছিল কে যেন কোথায়—
হাঁ হাঁ ঠিক ! মনে পড়ে রাজা
বলেছিল এক জন,
ডুবেছিল তুলিল যে তারে
সেই বলেছিল রাখালের বেশ ধ'রে
নিরঞ্জনে ডাকি মোরে,
দেখেছি সে পাখী যেন কোন্ নদীতীরে

মুক্তকেশী মারে, ত্রিভুবন আলো ক'রে
শ্রীহরির পদতলে ফুটন্ত কুসুম।
হরি পতি বুকে লেখা তার,
হরিভক্ত — পতিভক্ত — প্রেমোন্মত্ত —
মা! মা! মা আমার!
চিতোরের পানে চেয়ে করে হাহাকার।

(রাণার ক্রন্দন)

কাঁদিতেছ কেন? কেন কেন মহারাজ?
এ জগতে কাঁদে যে, দুর্বল পাগল সে।

(সহসা ঊর্দ্ধে চাহিয়া)

মীরা! মীরা! ওই মীরা!
ধর ধর রাজা!
ঐ যে ঐ যে পাখী!
মোহন মোহন ডাকি
বলিতেছে মোরে, ঐ শুন আয় আয়
ধর রাজা ধর ধর ঐ পাখী! ঐ যায়!

(ছুটিয়া প্রস্থান)

কুম্ভ। প্রহেলিকা! প্রহেলিকা!
সব প্রহেলিকা!
যা বলিল, যা কহিল নহে তা প্রলাপ।
বেঁচে আছে সুনিশ্চিত!
ডুবেছিল জলে, অতি মূর্খ আমি
আমারই আদেশ ফলে।
হরি পতি এখন(ও) এখন(ও)
আছে বুকে সমুজ্জ্বল লেখা তার;
পাষণ্ডের নাম পতি শব্দ
মুছে যেত বেশ হ'ত—
নরাধম জ্ঞানহীন আমি দুরাচার।
জীবনে মরণে নারীর উপাস্য পতি
যত ধোও না মুছিয়া হয় তা উজ্জ্বল—
মীরা তার জাজ্বল্য প্রমাণ!
পতিভক্তি ভারতের রমণীর প্রাণ—
কিন্তু পুরুষের—পাষাণের
নাহি কিগো আরাধ্য দেবতা কোন?
হৃৎপিণ্ড ভার করে অধিকার।

দেয় ফুটাইয়া ধীরে ধীরে
প্রীতির কুসুম।
না থাকিতে পারে কুম্ভ তোমার মতন,
স্রক চন্দনের স্তরে আর্ঘ্য বণিতারে
যে পাষাণ ইচ্ছা করে করিলা স্থাপন।
দুর্ভাগ্য যুবক ওই হয়েছে পাগল,
কিন্তু হৃৎপিণ্ড কর ব্যবচ্ছেদ
কি দেখিবে ?
মাতা পুত্রে নাহিক প্রভেদ।
মাতৃমূর্তি বালকের আরাধ্য দেবতা,
শিশুর হৃদয়, শুধু মাতৃময়
কিন্তু যুবকের শূন্য দিয়ে গড়া ;—
আছে সেথা স্বার্থ, সুখ, আত্মদৃষ্টি,
সন্দেহ, নীচতা।
মীরা মীরা আজ হ'তে
তুমি মম প্রাণ,
তুমিই উপাস্য মোর, জপ, তপ, ধ্যান ;
হরির নিকট অপরাধী আমি,

মীরা, শত দোষ তুমি মোর
করেছ মার্জ্জনা ;
তোমার কৃপায়, যদি কভু হরি পাই,
তুমি মন্ত্র মিলনের তুমি উপাসনা।
বিবেকের বাণী শুনি এত দিন
হয় নাই মতি,
একি আজ দেখি প্রতি রক্তবিন্দু মোর
করিছে চীৎকার ঘোর
মীরা মীরা সতী !
একি সেই দৈববাণী ?
যার প্রতি আমি
হতাদরে করিয়াছি শত পদাঘাত ?
আজ এ সময়, শুনিতেছি বিশ্বময়
সেই ধ্বনি—সেই বাণী—
সেই সেই জয়নাদ !
তোমার মধুর মূর্ত্তি হৃদয়েতে ধরি
প্রতি তীর্থে যাব আমি গৃহ পরিহরি,
দিয়েছি যাতনা কত, দেখি যদি হয়

প্রয়শ্চিত্ত সমুচিত।
জয় জয় সতী লক্ষ্মী জয় জয় মীরা,
যাই দেখি করিগে সন্ধান
পাই যদি কভু হৃদয়ের রাণী—
নয়নের মণি।
বসাইব সযতনে রত্ন সিংহাসনে,
ধূপ, দীপ, ফুলে,
পুণ্য ভাগীরথী জলে,
দূর হ'তে পূজিব সে স্বর্গের প্রতিমা ;
পাপ রক্তমাংস স্পর্শে হবে সে মলিন।
এতদিন পরে বুঝিয়াছি মূঢ় আমি
কারে বলে ভাবময় দেহ,
কারে বলে কামগন্ধপরিশূন্য স্নেহ।
কি প্রভেদ মোরসনে পাগল মোহনে!
বৃশ্চিকের সহস্র দংশন,
কর হরি নিবারণ ;
দয়াময় কর দয়া পরিতপ্ত জনে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর—অদূরে বৃন্দাবন।

মীরা। ব্রজপুর কত দূর ?

গোপবালক।

জান না কি পথ ? এস সঙ্গে মোর,
পূর্ণ হবে মনোরথ।

মীরা। কে তুমি বালক ?

গোপ। সেথো—বহুদিন হ'তে করি এই কাজ,
কুপথ হইতে লয়ে যাই সুপথের মাঝ।
ক্ষুধার সময় হ'লে অন্ন দিই আমি
আমিই যোগাই জীবে পিপাসার পানী।
আমি বলে দিতে পারি
সখা সখী কোথা থাকে
কোথা থাকে প্যারী ;
শ্যাম কুণ্ড, রাধা কুণ্ড
গিরি গোবর্দ্ধন,
জানি ভাই আমি মদনমোহন।

বিল্বমঙ্গলেরে হাতে ধরে
আমি নিয়েছিনু ব্রজপুরে,
এমনি ক'রে ঠিক এমনি ক'রে —
ছিল অন্ধ তার দু নয়ন।

মীরা। তুমি নিয়েছিলে ভাই ?
গোপ। আমারি মতন কেহ — ছিল এই ঠাঁই
মীরা। রূপের আবাস কোথা জান মণি ?
গোপ। আমি ঘুরি সেথা দিবস রজনী।
মীরা। বেশ কথা, চল সেথো
আগে আগে মোর, করি হরিধ্বনি —
পিছে পিছে যাব আমি তব কথা শুনি।

গোপ। চুপ ক'রে কেন যাবে ?
কর তুমি গীত,
আমি নেচে নেচে যাব ভাই
তোমার সহিত।
মীরা। বেশ কথা তাই ভাল।

গীত।

কাঁদি আমি নিশি দিন, বিরহে মলিন
হরি তোমারি পিয়াসে ;
তুমি সাড়া দাও, তুমি কথা কও
ধরি ধরি মনে করি তুমি সরে যাও হরি
কেন হেসে হেসে ?
লুকাচুরী কেন কর নাথ,
ধরি ধরি কেন হরি, টেনে লও হাত ?
লাজ কেন প্রিয়তম
এত ভালবেসে ?
মিলনের মাঝে কেন জ্বাল বিরহ অনল ?
অমৃতের মাঝে কেন ঢাল সুতীব্র গরল ?
কেন আঁখি নীর, কেন এ অস্থির,
কেন পলায়ন
এত কাছে এসে ?

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য ।

বৃন্দাবন—যমুনার তীরে রূপের কুটীর

(মীরার ও গোপবালকের প্রবেশ)

গোপ। এই আসিয়াছি মোরা রূপের কুটীর।

মীরা ! বহুভাগ্য মোর !

বহুভাগ্য হইবে দর্শন ভক্ত শ্রীচরণ—
ভক্ত নেত্রে আজ প্রেম অশ্রু নীর ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম কর্ণে প্রবেশিবে,
নামের মহিমা শুনি হৃদয় জুড়াবে ।

(কুটীরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, ও মৃত্তিকা লইয়া)

ধূলি নহে ইহা, ভবরোগ মহৌষধি—
মাখি গায়, ধরি শিরে, দিই রসনায় ।

(মৃত্তিকা ভক্ষণ, ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন, পরে গোপবালকের চিবুক ধরিয়া)

যাও মণি বল তাঁরে চাহে দরশন,
দরিদ্র রমণী এক—বড় অকিঞ্চন ।

(বালকের কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ ও পুনরাগমন)

গোপ। রমণীর প্রবেশ নিষেধ ।

মীরা। রমণীর প্রবেশ নিষেধ!
কথা কার? তোমার না তাঁর?
গোপবালক। (হাসিয়া)
তাঁর—
মীরা। (স্মিতমুখে)
তাঁর? বল তাঁরে পুনরায়
দয়া ক'রে মণি,
জানাইয়া দুঃখিনীর সহস্র প্রণাম;—
বৃন্দাবনে এক কৃষ্ণ পুরুষ প্রধান,
আর সব গোপ নারী।
নারীর নিকট প্রবেশিতে
নারী মাত্রে অধিকারী।
গোপ। ঠিক কথা বলিয়াছ ভাই,
বৃন্দাবনে একা বাঁকা আর কেহ নাই।
মীরা। শ্রীচৈতন্যের দাস রূপ সনাতন,
বৈষ্ণবের কোন্ তত্ত্ব
তাঁর কাছে হয় না স্ফুরণ?

(বালকের ভিতরে প্রস্থান ও রূপের সহিত বাহিরাগমন)

না করি ছলনা দুঃখিনীরে

দয়া করি দিন শিরে পবিত্র ও শ্রীচরণ।

রূপ। বেশ তত্ত্ব শিখাইলে মোরে—

কে তুমি রূপসি ?

কে তুমি মা—সালঙ্কারা সধবা সুন্দরী,

অহো ! রাধা – স্বরূপিনী—

রাধা — রাধা — শ্রীকৃষ্ণ — প্রেয়সী—

(ভাবাবেশ)

মীরা। অপূর্ব্ব এ সাত্ত্বিক বিকার—

সাক্ষাৎ দেখিনু চক্ষে !

ধন্য সাধু, ধন্য ধন্য জীবন তোমার।

কৃষ্ণনাম মধুরিমা অমৃত সনান,

তাই স্ফুরিয়াছে পবিত্র লেখনী হ'তে

ভাই তুণ্ডে তাণ্ডবিনী,

তুলিয়াছ সুধামাখা তান।

গোপ। তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং

বিতনুতে তুণ্ডাবলি লব্ধয়ে

কর্ণ ক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং
চেত প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণ দ্বয়ী ।

রূপ। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া)
কোথা হ'তে এলে? কোথায় শি:
তাণ্ডবিনী শ্লোক? কে তুমি বালক

গোপ। কৃষ্ণেতি বর্ণ দ্বয়ী ।
(খিল ২ করিয়া হাসিয়া

রূপ। বৃন্দাবনে সকলই অদ্ভুত! অদ্ভুত
এস দেবি এস মোর পর্ণের কুটীরে
হরি কথা তব মুখে করিব শ্রবণ,
বুঝিয়াছি তুমি নারী উচ্চ অধিকারী
সঙ্গে যার এ হেন রতন ।
(উভয়ের কুটীরের ভিতর প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য ।

ভাণ্ডি বনের মধ্যে মীরার স্থাপিত সুবৃহৎ
গোপাল মন্দির—সম্মুখে রাজপথ।

কুম্ভ । এমন সুন্দর ক’রে
কে করেছে মন্দির স্থাপন ?
অহো ! চিতোরের গোপাল মন্দির
ঠিক যাহা—এ দেখি তেমন !
পুঁছি এই বঙ্গীয় বৈষ্ণবে—
দ্রুতগতি আসিছেন ভিতর হইতে ।
(মন্দির হইতে রামতনুর আগমন)
জানেন কি মহাশয়
এ মন্দির কাহার স্থাপিত ?

রাম । হয় হয় ! আমাগারো ওই বার্ত্তা !
চিতোরের গোপাল মন্দির
ঠিক যেন আনেছ্যা উঠায়্যা—
কোন্ য্যান পরী কন্যা ।
হইতে সন্দেহ মনে. চলিলাম অভ্যন্তরে

কি দ্যাহিলাম—ডানাভ্রষ্ট পরী কন্যা
যা বলেছি ঠিক তাই,
বসে চক্ষু দুটা বন্ধ কর‍্যা
আঁকা ছবি হইতে হন্দেহ,
যেমন কর‍্যাছি দুপ্‌ দব
পশ্চাতে তাহার—
উঃ বক্ষ মোর কর‍্যা গুড় গুড় ;
কি দ্যাহিলাম—দ্যাহিলাম,
চিতোরের রাণী যেন কাঙ্গালিনী
গৈরিক বসন, নাহি আভরণ—
মনে প'ল রাণা কুম্ভ।
পালা পালা পালা—আর পালা।

কুম্ভ। চিতোরের রাণী ? চেন তারে ?

রাম। না চিনি তো মোর নামে
দিবেন কুত্তারে বাত,
চিনি নাকি ? দ্যাহিয়াছি দুই আত দূরে
স্যাতে আমারগো কাছ দিয়ে গান গেছে

রাণা কুম্ভ পাশে তার সিংহের মতন।
বয় ক্যান্ যান না বিতরে।
(রাতনুর বেগে প্রস্থান)

কুম্ভ। চিতোরের রাণী আশার প্রদীপ মোর,
এই খানে আছ দেবি ?
হরিবোল হরিবোল।

[রূপের আগমন]

কুম্ভ। ভিতরে কি পারি করিতে প্রবেশ ?

রূপ। আসুন না মীরার মন্দিরে
অবারিত দ্বার।
লক্ষাধিক মুদ্রা অলঙ্কার নারীর ভূষণ
নিজ গাত্র হতে করি উন্মোচন
সাজায়ে দেছেন দেবী
পুণ্য এই বৃন্দাবন।
সধবার চিহ্ন আছে মাত্র মাথায় সিন্দুর,

ভিখারিণী বেশ, মাধুকরী আশ্রয় এখন।
আসিছেন ভিক্ষা হেতু কি মধু সঙ্গীত।

[রাণার বৃক্ষান্তরালে প্রস্থান ও ভজন গীত গাহিতে ২ মীরার আগমন]

গীত।

ভজ কেশব গোবিন্দ গোপালা
হরি রাধে পহিরে বনমালা।
মোর মুকুট পীতাম্বর সো হৈ
গল বৈজন্তী হৈ মালা।
যমুনা কে তীরে ধেনু চরাবৈ
মুরলি বজাবৈ নন্দলালা।
বৃন্দাবন হরি রাস রচ্যে হৈ
মীরা কী করো প্রতিপালা।

(রূপের প্রবেশ)

রূপ। হরিবোল হরিবোল।

মীরা। (বিস্মিত ভাবে)

এসেছেন বেশ হ'ল বস্থন এখানে।
কয়দিন হ'তে ভাবিতেছি মনে
শুধাইব শ্রীচরণে—
রমণীর কি শ্রেষ্ঠ সাধন,
বল প্রভো দয়া করি
শুধু রাধাশ্যাম দিয়া
গঠিত কি এ জীবন ?
কত দিন হ'ল আসিয়াছি হেথা
প্রতি কুঞ্জ প্রতি তীর্থ করেছি ভ্রমণ.
প্রতি বৃক্ষ প্রতি গুল্ম প্রতি তরু লতা,
একে একে সকলিত করেছি দর্শন ;
কিন্তু দেব একি হ'ল মোর ?
যেখানেতে যাই, যা দেখিতে চাই,
ঠিক তাহা একেবারে
হয়নাক নয়ন গোচর,—
ক্ষুদ্র মেঘ উঠে যেন হৃদয় অম্বরে
কার মুখ মনে হ'তে কার মুখ মনেপড়ে

রমণীর আছে যেন এ জগতে কিছু আর,
রাধাশ্যাম ছাড়া চমৎকার অতি চমৎকার
আনন্দ আধার।

রূপ। কি সে বস্তু কেমন আকার ?
বল দেবি বল তুমি কিবা রূপ তার ?
রাধাশ্যাম ছাড়া আর কি বা আছে
এ জগৎ মাঝে সাধকের দেখিবার ?

মীরা। কি সে বস্তু
কেমনে বলিব কত মনোহর,
ক্ষুদ্র হ'য়ে দেখা দিয়ে
ক্রমে ক্রমে হয় বৃহত্তর ;
নয়ন নিমিলি যবে ধ্যানমগ্ন হই,
প্রথমেই হরি ধনে
পড়েনাক যেন মনে
পড়েনাক মনে পতি মুখ চন্দ্র বই।
ক্রমে ক্রমে পতি মোর
সমগ্র জগৎ যেন করে অধিকার,
চিনিতে পারি না শেষে

আপনার হৃদয়েশে—
মিশে যায় তাঁর সাথে সমগ্র সংসার।
এক পাদ করি পূর্ণ
পতি মম শিবেরি মতন,
পাতিয়া আপন বুক উন্নত প্রসন্ন মুখ—
কে যেন আসিবে ব'লে
ঊর্দ্ধ পানে চায়;
মকরন্দ তৃষাতুর মত্তভৃঙ্গ প্রায়—
করিয়া গুঞ্জন, কর্ণ রসায়ন
বাজায়ে মোহন বাঁশী
আসে যেন কেহ হাসি,
ধ্যানমগ্ন এলোকেশী—
বম্ বম্ মুখে গায়।
বিশ্ব ব্যাপি পতি দেহ
নিম্নে শতদল,
দাঁড়াবার স্থল, ঊর্দ্ধে বিকশিত—
আহা মরি! শ্রীহরির চরণ যুগল।
ত্রিপাদ করিয়া পূর্ণ শ্যামাঙ্গ সুন্দর,

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে
ঊর্দ্ধ হ'তে ক্রমে নামে,
পতি পাদপদ্মের উপর ;
মোহন বাঁশীর তানে
মুগ্ধ করে মন প্রাণে শ্যামবপু বেণুকর।
শুনিলে সে বেণুরব সঞ্জীবিত হয় শব,
প্রাণ পতি ব'লে তাঁরে
ডাকে যত নারী নর ;
সখী ভাবে করে কেহ চামর ব্যজন,
চন্দন ঘসিয়া কেহ তিলকিত করে দেহ
মুগ্ধ নেত্র হেরে কেহ মদনমোহন।
রাধাভাব ধরি কেহ
করে তাহে কান্তা স্নেহ,
প্রণয়িনী বেশে কেহ ছুটে আসে পাশে।
যুগল ও রূপ দেখে
কেহ কেহ দূরে থেকে
জয় জয় শ্যাম শ্যামা বলি প্রেমে ভাসে;
হৃৎপদ্মে পতিদেহ,

পতি বুকে আর কেহ
জগতের আনন্দ বিধান ;
চরণে চরণ থুয়ে হাসে মুখ পানে চেয়ে
জ্বল জ্বল জ্বলে দু নয়ান
প্রাণ ভরা হেরি সেই মুখ,
ভুলে যাই আপনারে
ডাকি তাঁরে সমাদরে,
পেতে দিই অতি ক্ষুদ্র বুক।
যমুনার জল যেন সচঞ্চল
কল কল কল বহেগো উজান
পরকীয়া রসস্রোত
পূর্ণ করে ধীরে ধীরে স্বকীয়ার স্থান।
কামগন্ধপরিশূন্য মধুর এ হরিপ্রেম
যেন জম্বুনদহেম,
ধীরে ধীরে হৃদিক্ষেত্র করে অধিকার ;
ভুলে সতী নিজ পতি
সার করে সারাৎসার।
তাই বলি রমণীর

পতি ছাড়া নাহি কোন ধ্যান,
পতি যদি দেয় নারী হরি পায়
পতি বুকে শ্রীহরির স্থান।

রূপ। এক পাদ পতি দেহ
ত্রিপাদ হরির গেহ,
ইহাই পরমব্যোম অমৃত আধার ;
ইহাই পাবার তরে
যোগী যোগ ধ্যান করে,
ইহাই অমৃতং দিবি, বেদের বিমল ছবি
ভারতের ঋষিদের শুভ সমাচার।
পুরুষ রমণী হ'য়ে যায় বৃন্দাবন,
রমণী পতিকে লয়ে পায় হরিধন।

মীরা। তাই প্রভো লিখিয়াছি নিজে—
"হরি"
"পতি"
দুটি শব্দ বুকের উপর—
দিয়াছি লিখিয়া প্রতি রমণীর বক্ষস্থলে
দুটি নাম চারিটি অক্ষর।

রমণীর নাহি অন্য ধ্যান,
পতি যদি দেয় তবে হরি পাই,
পতিগতি আর্য্য নারী—
পতি তার প্রাণ।

রূপ। ধন্য মীরা ধন্য ধন্য তোমারই সাধন!
তুমিই বুঝেছ ঠিক পিতা মাতা সখা লয়ে
কেন বৃন্দাবন?
এ সংসার কাপট্য আধার, বলে যারা
ভ্রান্ত তারা, ত্রিপাদের ইহাই সোপান
পিতা মাতা সখি সখা
এ জগতে পতি পত্নী তাঁহারই নির্ম্মাণ
তুমিই বুঝেছ দেবি
আর্য্য নারী কি গুণে অমর,
হরি পতি বুকে লেখা যার—
সুন্দর সে—অতীব সুন্দর!
হরিপতি এক সাথে জগতের প্রতিপাতে
প্রতি ছত্রে তাই বলি আজ হ'তে
হউক প্রচার!

ধন্য হ'ক ধরাধাম ! ধন্য হ'ক মীরা নাম ।
মধুময় হউক সংসার !

কুম্ভ । (বৃক্ষান্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া)
হরিবোল ! হরিবোল !
মধুময় হউক সংসার—
মধুময় হউক চিতোর !
মীরা—মীরা—অমৃত আমার !
ক্ষমা কর দয়াবতি অপরাধ মোর ।
শত নির্যাতন ! অহো ! শত নির্যাতন !
এক দিনও ম্লান নহে
কুম্ভের এ উপাস্য কুসুম ।
সেই হাসি সেই মধুময়,
সেই সেই পতিগত প্রাণ,
যত নোয় নুয়ে যায়, শুধু মুখপানে চায়
ভাঙ্গিতে শেখেনি যেন
করিতে শেখেনি মান ।

রূপ । এই বটে আর্য্য নারী, এই হরিপ্রেম
পবিত্র উজ্জ্বল,

এ জগতে এক মাত্র ইহাই মঙ্গল।

মীরা। দেব কর এঁরে আশীর্ব্বাদ।

(উভয়ের রূপকে প্রণাম)

কেমনে জানিলে নাথ

নদী গর্ভে হ'য়ে নিমগন

বেঁচে আছে এ দুঃখিনী ?

(রামতনুর হস্ত ধরিয়া হরমোহনের প্রবেশ)

হর। আমিই বলেছি তাঁরে জননি জননি।

(প্রণাম)

রাম। আমিই বলেছি এঁকে চিতোরের রাণি।

(প্রণাম)

মীরা। এস বাছা, আয় রে মোহন !

আমার অমূল্য ধন ! সেরে গেছে ব্যাধি?

হর। সেরে গেছে দূরে গেছে উত্তাল জলধি।

পুণ্য বৃন্দাবন করিতে স্পর্শন

ঐ ঐ দয়াল ঠাকুর নাম ওমা মদনমোহন

জাগ্রত জীবন্ত ও যে—

দেখালে স্বপন, ডেকে এই অভাগায়

আপন শীতল ছায়—
কত কথা বলিল সে কাণে কাণে,
বলিল কোথায় তুই ওমা
রয়েছিস কোন্ স্থানে ?
অঙ্গুলিসঙ্কেত করি তোরে দেখাইলা হরি
মরি মরি প্রসন্ন ও মুখ দেখে
মা রে ! মীরা রে !
নিভে গেল জ্বলন্ত অনল—
নেমে গেল মাথা থেকে হরি হরি
ভার বোঝা—উন্মত্ততা—ঝুরি ঝুরি ।
মদনমোহন দেখে অনল কমিয়ে এল,
তোর মুখ দেখে ওমা
নিভে গেল যাহা বাকী ছিল। (ক্রন্দন)

মীরা। কেঁদ না কেঁদ না বাছা
বল মোরে মোহন রে,
কি বলিল কাণে কাণে—
জীবন্ত জাগ্রত ওই দয়ালু দেবতা ?

হর। শুনিবে সে কথা মাতঃ

সে পুণ্য বারতা ?
বলিল বৈষ্ণবের উপাস্য যে নারী—
কর্ত্তব্য তাহার নাম, কেহ বলে প্যারী,
নর সেবা, নারী সেবা পশু সেবা
তার অধিকার,
কৃষ্ণ সেবা বলি যাহা জগতে প্রচার।
বড়ই দুঃখিনী সে রমণী,
জটিলা কুটিলা তারে করে জ্বালাতন
তবু নহে লক্ষ ভ্রষ্ট—
নারী রত্ন সমুন্নত মন।
কঠোর কর্ত্তব্য ভার প্রতি রক্ত কণে তার
কি দেখিলাম—দেখিলাম
ক্রোড়ে তার মূর্চ্ছিত এ আর্য্য দেশ—
বুভুক্ষিত—অন্ন ক্লিষ্ট—ছিন্ন বস্ত্র—
শত গ্রন্থি—শুষ্ক কণ্ঠ—রুক্ষ কেশ।
আরও কি দেখিলাম—দেখিলাম—
মা রে মীরা রে—বুক ফেটে যায়,—
দাঁড়াইয়া পাশে তার

ম্লান মুখে হৃষিকেশ—
অন্ন হীন—বস্ত্র হীন—পূজা হীন—
ঘৃণ্য—তুচ্ছ—গলগ্রহ—পাষাণেরস্তূপ,
বড়ই দুঃখিনী সে রমণী,
ক্রোড়ে যার মুমূর্ষু সন্তান
সম্মুখেতে পতি যার—
বিমলিন—হতমান !
মা রে বুক ফেটে গেল
নয়নেতে এল জল ;
কিন্তু পরক্ষণে মুখ মোর হইল উজ্জ্বল,
কি দেখিলাম ? দেখিলাম—
চিতোরের রাণী, রাণা কুম্ভের ঘরণী
মা তুই মা তুই মা তুই আমার
গুরু গুরু—দয়া পারাবার,
মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ করি উচ্চারণ
টান দিয়ে ছুড়ে ফেলে
চিতোরের স্বর্ণ সিংহাসন,
উন্মত্ত অধীরা—গুরু বেশ পরা,

দিছে ক'রে অসংখ অগণ্য
মাতৃ মূর্ত্তি— ভারতে আর্য্য নারী
ঠিক ওমা তোমারই মতন—
ছুটে এলি নিলি বুকে তুলি এ রমণী
সঙ্গে তার বুভুক্ষিত লক্ষ লক্ষ প্রাণী,
হরিনামে রাধানামে বসালি নগর,
বসাইলি হৃষিকেশে কর্ত্তব্যের পাশে
শ্যাম শ্যামা শোভিল সুন্দর।
কর্ত্তব্যের শত কার্য্য নিলি স্কন্ধে তোর
খুলে দিলি অন্নের ছত্তর
সমগ্র চিতোর
পেটে ভাত মুখে হরিনাম
কি চাহে মা ভারত সন্তান ?
উঠিল নিনাদ
জয় রাধে জয় শ্যাম,
ভারতের প্রতি গৃহ হ'ল স্বর্গ ধাম
নর নারী প্রতি গৃহে হ'ল পূর্ণ কাম
নর সেবা পশু সেবা

জীব সেবা, কৃষ্ণ সেবা,
সেবা ধর্ম্মে কাঁদিল পরাণ,
যমুনার জল, যেন সচঞ্চল
কল কল বহিল উজান।
সেবা ঝুলি স্কন্ধে তুলি
লক্ষ লক্ষ নারী নর
হরি পতি বুকে লেখা চারিটি অক্ষর,
ভারতের প্রতিপল্লী প্রতিগ্রামে
হইল বাহির,
মা রে মীরা রে স্বপ্ন নহে সত্য ইহা
দেখিয়াছি স্থির।
আজ হ'তে এই ব্রত
কর তুমি উদযাপন,
ভুলনা মা সঙ্গে নিতে তোমার মোহন,
কুম্ভ। সঙ্গে নিও হতভাগ্য চিতোরের রাণা
হরিনাম বিলাইতে
করিবে না করিবে না কভু আর মানা।
রূপ। ভবিষ্যের এই চিত্র অতি মনোহর!

ভারতের প্রতি গৃহে
এই ধর্ম্ম কর মা প্রচার।
প্রতি নর নারী বুকে

" হরি " :
" পতি " :
. . . .

দাও লিখে, যাও গো জননী,
হরিনামে সেবা ধর্ম্মে
সঞ্জীবিত কর সব প্রাণী।
মন্দিরের অধিকারী কর এই মহাজনে
(রামতনুকে দেখাইয়া)
সঙ্গে ল'য়ে ভক্তশ্রেষ্ঠ তোমার মোহনে
পতি সঙ্গে যাও মীরা চিতোর নগর,
কর্ত্তব্যের হয়নাই এখনও মা শেষ তোর।
। তোমার স্থাপিত হরিপুর হ'তে
আসিয়াছে সঙ্গে মোর শত নারী নর,
ওই আসে ওই তারা —
হরি পতি বুকে লেখা চারিটী অক্ষর।

(গোপ বালককে অগ্রে করিয়া হরিপুরের পুরুষ ও রমণী গণের প্রবেশ, মীরার গোপবালককে বক্ষে ধারণ এবং পুরুষ ও রমণী গণের মীরাকে বেষ্টন করিয়া)

গীত।

পুরুষ—

তবে আর দেরী কেন কোটী কণ্ঠে তুল তান
হও হে ভারত বাসী
হরি নামে (মার নামে) এক প্রাণ।
'তত্ত্বমসি' এ পূত মন্ত্র
লিখি স্বর্ণাক্ষরে, বিলাও ভারত ভোরে
জনে জনে কর দান।

স্ত্রীগণ—

শোনিতের নদী নহেত যমুনা
মাতৃমূর্ত্তি সব ভারত ললনা
প্রেম মন্ত্রে কর হরি উপাসনা
কর্ত্তব্যের যূপকাষ্ঠে কর স্বার্থ বলিদান।

একত্রে —

প্রতি নর নারী বুকে হরি পতি দাও লিখে
সেবা ঝুলি স্কন্ধে তুলি
বল জয় রাধে শ্রীরাধে শ্যাম।

যবনিকা পতন।